NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্রাণ গেল মা ও ছেলের
বিএলও আতঙ্ক নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ শমীকের ২

কলকাতা ২ মার্চ ২০২৬ ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা
■ Kolkata 02.03.2026, Vol.19, Issue No. 260, 8 Pages, Price 3.00

খতম খামেনেই

বদলার হুঁশিয়ারি ইরানের, পালটা ট্রাম্পের

তেহরান, ১ মার্চ: নিহত ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবির পরই নিশ্চিত করল তেহরান। খামেনেইয়ের পাশাপাশি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতার পরিজনরাও। নিহত কন্যা, জামাই এবং নাতি-নাতনিরা। এমনটাই খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে।

রবিবার ভোরে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা শহিদ হয়েছেন। শনিবার তিনি তাঁর দপ্তরে কাজ করছিলেন। সেই সময়েই আমেরিকা-ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় মৃত্যু হয়েছে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার। তিনি দেশের জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবর অনুযায়ী, তেহরানে খামেনেইর অফিস কার্যত ধুলিসাৎ। উপগ্রহ চিত্র এই ধ্বংসের প্রমাণ। ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড করের সংবাদ শাখার দাবি, খামেনেই আত্মগোপন করেননি। তিনি নিজের কাজ করছিলেন। পালানোর ভুয়ো খবর ছড়িয়ে ইরানের বিরুদ্ধে মানসিক যুদ্ধ চালানোর চেষ্টা হচ্ছিল।

খামেনেইয়ের মৃত্যুতে ইরান জুড়ে টানা ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। বহু মানুষ নেতার ছবি হাতে রাস্তায় নেমে কান্নাকাটি করেছেন। তেহরানের রাস্তায় জনজোয়ার দেখা গিয়েছে।

ইরাকও খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে।

শনিবার সকালে ইরানে বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। এই হামলাকে তারা সতর্কতামূলক হামলা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে। এরপরই পালটা কুয়েত, বাহারিন, আরব আমিরশাহীর মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালায় ইরান। এই পরিস্থিতিতে শনিবার মধ্যরাতে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানে হামলায় মৃত্যু হয়েছে খামেনেইয়ের। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'ইতিহাসের পাতায় সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি খামেনেই। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইরান এবং আমেরিকার জনগণ ন্যায়বিচার পেল।' ট্রাম্পের এই দাবির পরই রবিবার ভোরে মুখ খোলে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম। তারা জানায়, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা শহিদ হয়েছেন।

উল্লেখ্য, আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তাঁর উত্তরসূরি বেছে নিয়েছে ইরান। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, ইরানের পরবর্তী সুপ্রিম লিডার হচ্ছেন খামেনেইয়ের পুত্র মোজতবা খামেনেই। পাশাপাশি, খামেনেইয়ের হত্যাকারীদের নরকের রাস্তা দেখিয়েই ছাড়া হবে। সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর পরই আমেরিকা এবং ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিল ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড (আইআরজিসি)। সেই হুঁশিয়ারির পরই আইআরজিসি দাবি করে, পশ্চিম এশিয়ায় অন্তত ১৪টি মার্কিন সেনাঘাঁটি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে। তাদের অন্য একটি সূত্র আবার দাবি করেছে, আমেরিকার ২৮টি সেনাঘাঁটিকে নিশানা করা হয়েছে। দাবি এবং পাল্টা দাবির মধ্যেই ইরান হুঁশিয়ারি দেয়, 'ওদের (আমেরিকার) জন্য নরকের দরজা খোলাই রেখেছি।'

ইরান বাহিনীর আরও দাবি, শুধু মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলি নয়, আমেরিকার অস্ত্রবহনকারী একটি জাহাজেও ড্রোন হামলা চালিয়েছে তারা। জাবেল আলিতে এই হামলা চালানো হয়েছে। এক বিবৃতি জারি করে আইআরজিসি দাবি করেছে, কুয়েতে আবদুল্লা মুবারকে মার্কিন নৌঘাঁটিতে চারটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ১২টি ড্রোন হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে মোদী

■ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার রাতেই মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা পরিষদের (ক্যাবিনেট কমিটি অফ সিকিয়োরিটি) জরুরি বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন তিনিই। সূত্রের খবর, ইরান-ইজরায়েল-সহ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরানো, যুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এদিনের বৈঠকে।

উদ্দীপনায় শুরু 'পরিবর্তন যাত্রা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে আজ 'পরিবর্তন যাত্রা'-র দ্বিতীয় দিনে রাজ্যের পাঁচ জেলায় একযোগে শক্তিপ্রদর্শনে নামছে বিজেপি। 'পরিবর্তন যাত্রা' কর্মসূচির আওতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হাওড়া, হুগলিতে বিকেল ২টোয় জনসভা নির্ধারিত হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব একসঙ্গে মাঠে নেমে সংগঠনকে চাঙ্গা করার বার্তা দেবেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের রাইদিঘি বিধানসভার ভগবতীপুরে সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মালদার ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে বক্তব্য রাখবেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ও প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। বর্ধমানের হাসান বিধানসভার তারাপুরে সভায় থাকছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী।

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বয়ারমারি মাঠে সমাবেশে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চ্যাটার্জি। হাওড়ার আমতায় জনসভায় থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

রবিবার নদিয়ার দিগনগরে এসে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের হুঙ্কার ছাড়েন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। একই সাথে পরিবর্তনের সংকল্প নিয়ে দিগনগর স্কুল মাঠ থেকে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

রবিবার বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র প্রথম দিনে কৃষ্ণনগরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা।

আজ রায়দিঘিতে শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশ পায়নি। তবু রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তাপ তুঙ্গে। সেই আবহেই রাজ্য জুড়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে রবিবার থেকে 'পরিবর্তন যাত্রা' কর্মসূচি শুরু করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। প্রথম পর্বে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সূচনা হওয়ার কথা। আজ এই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।

প্রশাসনিক অনুমতি ঘিরে টানাপোড়েনের জেরে বিষয়টি গড়ায় আদালতে। পরে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ১ ও ২ মার্চ যাত্রার অনুমোদন দেয়। দলীয় সূত্রের দাবি, একই দিনে রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে সমান্তরাল কর্মসূচি শুরু হয়েছে। দলীয় এক নেতা বলেন, 'এই কর্মসূচির লক্ষ্য ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্র ছুঁয়ে মানুষের দরজায় পৌঁছনো।' তাঁর কথায়, 'পরিবর্তনের বার্তা গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।'

সোমবার শাহের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে অংশ নেবেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিং-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। কর্মসূচির শেষ লগ্নে নরেন্দ্র মোদী-র কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে বৃহৎ জনসভা করার পরিকল্পনাও রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

সঞ্জুর ব্যাটে সেমিতে ভারত

রান	৯৭
বল	৫০
চার	১২
ছয়	৪
স্ট্রাইক রেট	১৯৪.০০

ইডেনে রেকর্ড গড়লেন সঞ্জু স্যামসন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রান তাড়া করতে নেমে এত দিন ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৮২ রান ছিল বিরাট কোহলির। ৯৭ রান করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন সঞ্জু। ইডেনে সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে হারাল ভারত।

ছবি: অদিতি সাহা

এসআইআরেই ফের পথে মমতা

শুক্রবার ধর্মতলায় ধর্না-অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ধর্নায় বসতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৬ মার্চ, শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলেতিনি ধর্না-অবস্থানে বসবেন বলে ঘোষণা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বলেন, '৬ তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রো চ্যানেলে প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েছেন। অবস্থান বিক্ষোভ এবং ধর্নায় বসবেন তিনি।' ওই দিনই যে মমতা আগামী দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেন, তা-ও ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিষেক। রবিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কর্মসূচির কথা জানান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তালিকায় বিপুল সংখ্যক বৈধ ভোটারের নাম অন্যায় ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। শনিবার ভোটার তালিকার প্রথম দফা প্রকাশের পর দেখা যায়, প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। পাশাপাশি, আরও ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' অবস্থায় রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

‘যাঁরা বেআইনিভাবে বাংলার সম্পদ ভোগ করছে, তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে না’

কোচবিহার থেকে হুঙ্কার নীতিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে নীতিন নবীন রবিবার কোচবিহার-এ দলের পরিবর্তন যাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন। সভামঞ্চ থেকে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন এবং ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরক দাবি তোলেন।

নবীনের কথায়, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক অবৈধ নাম বাদ পড়েছে। এটা শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, বাংলাকে সুরক্ষিত করার লড়াই। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো নথির মাধ্যমে বহু অনুপ্রবেশকারী নাগরিক সুবিধা পেয়েছেন। তিনি বলেন, যাঁরা বেআইনি ভাবে বাংলার সম্পদ ভোগ করছে, তাঁদের রেহাই দেওয়া হবে না। শাসক শিবিরকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব সচেতনভাবেই এই অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়েছে। যদিও সরাসরি নাম না করলেও তাঁর ইঙ্গিত ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস-এর দিকে। নবীনের দাবি, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চায়, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চায়। সভায় উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, এ লড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য নয়, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনের আগে সংগঠনকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই এগোতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

বিএলও আতঙ্ক নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য রাজনীতিতে ‘ভয়’ ইস্যুতে রবিবার সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবার তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেন, বুথস্তরের আধিকারিকরা কোনও চাপের মধ্যে নেই। তাঁর বক্তব্য, বিএলও আতঙ্কে নেই। ভয়ের পরিবেশ যদি কেউ তৈরি করে থাকে, তা হলে তৃণমূলই করেছে। শাসক শিবিরকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, আসল ভয়ের কারণ অন্য জায়গায়। ভয়ে আছে রোহিঙ্গারা, ভয়ে আছে বাংলাদেশি জিহাদিরা। এখানেই থামেননি শমীক। কটাক্ষের সুরে আরও যোগ করেন, যাঁরা পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে পাড়ি দিয়েছেন, তাঁদের নামও ভোটার তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। ভাবছিলেন এ বারেই মুক্তিলাভ হবে, সংসারের সম্পর্ক ছিন্ন হবে। এখন তারাও ভয়ে রয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকায় অস্বাভাবিক নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই তৃণমূল কংগ্রেস অস্বস্তিতে পড়েছে। শমীকের কথায়, যে সব নাম থাকার কথা নয়, সেগুলো প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তাই অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। যদিও এ সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটের আগে তালিকা সংশোধন ঘিরে চাপানউতোর ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ‘ভয়’ প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করেই দু’পক্ষ নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে চাইছে।

গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, বুনিয়াদপুরে প্রাণ গেল মা ও ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাটঃ ছুটির দিনের দুপুরের আনন্দ মুহূর্তেই বদলে গেল চরম বিষাদে। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হল মা ও ছেলের। রবিবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আমবই এলাকায়। মৃতদের নাম পুতুল মণ্ডল (৫৫) এবং তাঁর ছেলে বিপ্লব মণ্ডল (৩৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় বাজার থেকে মাংস কিনে এনেছিলেন বিপ্লব বাবু। দুপুর দেড়টা নাগাদ ঘরেই রান্নার প্রস্তুতি শুরু করেন তিনি। সেই সময় আচমকাই গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হয়ে ঘরে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবকে আগুনের গ্রাসে ছটফট করতে দেখে তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যান মা পুতুল মণ্ডল। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মা ও ছেলে;উভয়ই ঘরের ভেতরে আটকা পড়েন। ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় দুজনেই মারাত্মকভাবে ঝলসে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বংশীহারী থানার পুলিশ। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুপুর আড়াইটা নাগাদ পুলিশ দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। এই ঘটনায় আমবই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সিলিন্ডারের ত্রুটির কারণেই হয়তো এই বিপর্যয়। তবে রান্নার গ্যাসের ব্যবহারে অসতর্কতা নাকি সিলিন্ডারের যান্ত্রিক গোলযোগ; ঠিক কী কারণে এই প্রাণহানি, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বংশীহারী থানার পুলিশ।

দোলের ভিড়ে স্বস্তি ফেরাল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দোলের আগে বাড়িমুখো যাত্রীদের চাপ সামাল দিতে নজিরবিহীন প্রস্তুতি নিয়েছে পূর্ব রেল। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা, আসানসোল ও মালদা ডিভিশন মিলিয়ে ১৫টি বিশেষ ট্রেন চালু হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই;উৎসবের সময়ে যাত্রাকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখা।

শিয়ালদহ, প্রয়াগরাজ বিশেষ (০৩১০৩) ট্রেনে চড়তে এসে যাত্রী রিহান সিং বলেন, অসংরক্ষিত কামরায় এত সুশৃঙ্খল পরিবেশ আগে দেখিনি। শুরু থেকেই নিরাপত্তা আর দিকনির্দেশে ভরসা পেয়েছি। তাঁর কথায়, রেলের পরিকল্পনা এবার চোখে পড়ার মতো। পরিসংখ্যান বলছে, বাড়তি ৬৬ হাজার বার্থ সংযোজন করা হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থেকে স্লিপার ও সাধারণ কামরা; সব শ্রেণিতেই অতিরিক্ত কোচ জোড়া হয়েছে। শিয়ালদহ ডিভিশনে ৬টি, হাওড়ায় ৫টি এবং মালদা ও আসানসোলে ২টি করে ট্রেন চলছে।

প্রয়াগরাজগামী রাজেশ সাউয়ের অভিজ্ঞতা, প্ল্যাটফর্মে বিশৃঙ্খলা নেই, শৌচাগার পরিষ্কার, অপেক্ষালয়ে হুড়োহুড়ি নেই। একই সুরে অনিল কুমার জয়সওয়াল বলেন, আরপিএফের টহল আর বাড়তি ট্রেনের কারণে যাত্রা অনেক সহজ হয়েছে। রক্সৌল, গোরক্ষপুর, আনন্দ বিহার, পাটনা, নিউ জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক গন্তব্যে সংযোগ জোরদার করা হয়েছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, উৎসবের আবেগ মাথায় রেখেই যাত্রীস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। দোলের রঙে তাই এবার ভরসার ছোঁয়া।

নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া ওয়ানে বন্ধ টোটো আর ই-রিকশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া ওয়ানের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের অন্ত নেই। কারণ, রবিবার এই বিশাল এলাকা জুড়ে বন্ধ টোটো ও ই-রিকশা। ই-রিকশাতে অনলাইন বুকিং বন্ধ করতে হবে, সেই দাবিতে প্রায় ২০০০ হাজার চালক বিক্ষোভ দেখালেন বিশ্ববাংলা গেটে। সেখান থেকে বিধায়ক প্রশাসন-সহ বিভিন্ন নেতৃত্বকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন টোটোচালকেরা।

অভিযোগ, নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া ওয়ান এলাকায় প্রায় ২০০০-এর মতো টোটো ও ই-রিকশা চলে। বেশ কয়েকমাস যাবৎ তাঁরা এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের দাবি, অনলাইন র‍্যাপিডো বা অনলাইন বিভিন্ন যাত্রীবাহী অ্যাপ সংস্থা তারা বিভিন্ন টোটো ও ই রিকশা স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী তুলে নিয়ে যাচ্ছে। যে কারণে তাঁরা ভাড়া পাচ্ছেন না।

এই বিষয়ে প্রশাসনকে জানানোর পরেও কোনও রকম সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সেই কারণে রবিবার গোটা অ্যাকশন এরিয়া ওয়ানের সমস্ত টোটো ও ই-রিকশা বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাজারহাট-নিউটনের বিধায়ক, পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বদের কাছে রবিবার তাঁরা ডেপুটেশন জমা দেবেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে যদি এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে গোটা নিউটাউন জুড়ে সমস্ত টোটো চালক ও রিক্সাচালক বৃহত্তর আন্দোলনের নামবে বলে হুঁশিয়ারি তাঁদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ই-রিকশা চালানোর জন্য আলাদা করে রাজ্য সরকারের থেকে পারমিটের প্রয়োজন পড়ে না।

পুকুর খনন করার সময় উদ্ধার প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পাণ্ডুয়ার মণ্ডলাই গ্রামে গত কয়েক দিন ধরে একটি পুকুর সংস্কারের কাজ চলছিল। হুগলির পাণ্ডুয়ায় পুকুর খনন করে উদ্ধার প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। শনিবার সকালে আর্থমুভার দিয়ে মাটি তোলার সময়ে হঠাৎ মূর্তিটি নজরে আসে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে কষ্টি পাথরের মূর্তি বলে মনে করছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এই মূর্তি অষ্টম অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর হতে পারে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ’য়ে শ’য়ে মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় করেন।

সূত্রের খবর, মূর্তির উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট এবং তার রং কালো। গ্রামবাসীরা মূর্তি উদ্ধার করে সেটিকে আপাতত স্থানীয় একটি মন্দিরে রেখেছেন। মূর্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান বলে ধারণা স্থানীয়দের। মূর্তির পুজো করতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা। গ্রামবাসীদের মতে, এক সময় মণ্ডলাই গ্রামে অনেক মন্দির ছিল। কালের নিয়মে সেই মন্দিরগুলো মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে। এই এলাকার পাশ দিয়ে এক সময় নদী বয়ে যেত। পুকুর খননের ফলে সেই ইতিহাস আবার সামনে এল। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মূর্তি পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত প্রশাসন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা মার্চ। ১৭ ই ফাল্গুন। সোম বার। শুক্লা চতুর্দশী তিথি, সন্ধ্যা ৫/৪৪ মিনিট পর ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তোরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

**(আজ শুভ বিবাহ। হোলিকা দহন উৎসব।
সন্ধ্যার পর দোল পূর্ণিমা তিথি।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজীব কুমার লাল ডায়েরি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে রাজ্যসভার টিকিট পেয়েছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : বাঙালি অস্মিতা তুলে ধরে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস প্রচার চালাচ্ছে। তেমনি মমতা ব্যানার্জি নিজেকে ‘বাংলার মেয়ে’ হিসেবে তুলে ধরে বহিরাগত ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন। অথচ তৃণমূল ভিন রাজ্যের বাসিন্দা দু’জনকে রাজ্যসভার প্রার্থী করেছে। রবিবার এই বিষয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তাঁর প্রশ্ন, রাজীব কুমার কিংবা মেনকা গুরুস্বামী এঁরা কি বাঙালি? তাঁর কটাক্ষ, লাল ডায়েরি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে রাজীব কুমার রাজ্যসভার টিকিট পেয়েছেন। তেলেঙ্গানার বাসিন্দা সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী আরেকজনকে রাজ্যসভার প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি আরজি কর হাসপাতালে নিহত অভয়া মামলায় সরকারের হয়ে লড়েছিলেন। তাই ওনাকে পুরস্কার স্বরূপ রাজ্যসভার প্রার্থী করা হয়েছে। বিজেপি নেতার দাবি, মমতা ব্যানার্জি ছয় বছরের জন্য রাজীব কুমারের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। রাজীব কুমার লাল ডায়েরি প্রকাশ্যে আনলে মমতা ব্যানার্জির জেলে চলে যেতেন। প্রসঙ্গত, নির্বাচন ঘোষণার আগেই বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে পুলিশ ঘুরলে কিছুই হবে না। ডান্ডা চালানো কিংবা ভোট লুঠেরাদের পেটানোর ক্ষমতা দিতে হবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোটারদের পরিচয়পত্র দেখার অধিকার দিতে হবে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের বুথের বাইরে রাখতে হবে। তাহলে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হতে পারে। তাঁর সাফ বক্তব্য, বুথে ফলস ভোট পড়লে সেই বুথের কেন্দ্রীয় বাহিনী, প্রিসাইডিং অফিসার এবং বুথের দায়িত্বে থাকা কিউআরটি অফিসারের চাকরি যাবে এবং তাঁদেরকে জেলে যেতে হবে। নির্বাচন কমিশন এই ফরমান জারি করলেই, বাংলায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। বিজেপি নেতার অভিযোগ, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও জেহাদিদের ভোটে তৃণমূল এতদিন টিকে আছে। জেহাদিরা ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসে নাম বদলে কেউ তৃণমূলের নেতা কিংবা জেলা সভাপতি হয়েছেন। আবার কেউ তৃণমূলের কাউন্সিলর কিংবা পঞ্চায়েত প্রধান হয়ে বহাল তবিয়তে বসবাস করছেন।

হাওড়ায় বিজেপি’র মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর দায়িত্ব পেয়েই কাজ শুরু পারমিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আবহে সংগঠন মজবুত করতে জোর দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তার অঙ্গ হিসেবে হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলায় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হিসেবে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন পারমিতা ব্যানার্জি। তার পরেই রবিবার থেকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে তিনি কাজেও নেমে পড়েছেন। এর আগে হাওড়ায় দলের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। এর পাশাপাশি দুর্গাবতী সিং, অনামিকা আইচ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। শুভেচ্ছা জানান বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং এবং হাওড়া পুরসভা-র প্রাক্তন কাউন্সিলর অনিতা সিং। দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহিলা মোর্চাকে আরও সক্রিয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই দায়িত্বই কাঁধে তুলে নিয়েছেন পারমিতা। তাঁর কথায়, আগামী দিনে বুথস্তরে মহিলা কর্মীদের সংগঠিত করে দলকে শক্তিশালী করাই প্রধান লক্ষ্য। জেলা নেতৃত্বের আশা, নতুন দায়িত্বে তিনি সংগঠনের ভিত আরও মজবুত করবেন এবং নির্বাচনের আগে মহিলা মোর্চার কার্যক্রমে নতুন গতি আসবে।

আজ হাওড়ার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের অমরাগোড়ী ফুটবল মাঠে আসছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তার আগে রবিবার গ্রামীণ হাওড়া জুড়ে বাইক মিছিলের মাধ্যমে এই কর্মসূচির প্রচার চালাল বিজেপি কর্মীরা।

দুবাইয়ে ছেলে-সহ আটকে পড়লেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুবাইয়ে ব্যক্তিগত কাজে গিয়ে আটকে টলিউডের অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ছেলে ইউভানের স্কুল ছুটি পড়ার পর তার আবদারেই দুবাইয়ে বেড়াতে যান অভিনেত্রী। কিন্তু সেখানে যখন পা রাখেন তখন পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে সেখানেই আটকে অভিনেত্রী। এ বিষয়ে রাজ জানান, ছেলের ছুটির থাকায় শুভশ্রী দুবাই গিয়েছে, ওখানে বন্ধু আছে, তারা খেয়াল রাখছে। শনিবারই ওখানে পৌঁছেছে ওরা। একটা জায়গায় আটকে রয়েছে ওরা। খুবই চিন্তায় রয়েছি স্বাভাবিকভাবে আমরা সকলেই। আমাদের কথা হয়েছে দু’জনের। সঙ্গে ইউভান আছে যেহেতু তাই চিন্তাটা একটু বেশিই হচ্ছে। যেই হোটেলে রয়েছে, তার অদূরেই বিস্ফোরণ হয়েছে। এই মুহূর্তে ওখানে সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারি করে প্রত্যেককে বাড়ির বাইরে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। তবে আমাদের ওখানে বন্ধু-আত্মীয় রয়েছেন। তাঁরা সামলাচ্ছেন ওদের, যত্ন নিচ্ছেন। দুশ্চিন্তায় রয়েছি। তবে আতঙ্কিত নই।

পশ্চিমবঙ্গের কারিগরদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘আত্মনির্ভর ভারত’, ‘ভোকাল ফর লোকাল’ এবং ‘হর ঘর স্বদেশী’ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে মালদায় এক যন্ত্র ও সরঞ্জাম বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করল ভারত সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন। রবিবার মালদার মায়াবন রিসোর্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের চেয়ারম্যান মনোজ কুমার। গ্রামোদ্যোগ বিকাশ যোজনার অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ৪৯০ জন প্রশিক্ষিত কারিগরের মধ্যে ১,১২০টি আধুনিক মেশিন ও টুলকিট বিতরণ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের পাঁচটি রাজ্যের (অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মণিপুর) কারিগরদের জন্য ৬৬১টি সরঞ্জাম কিট ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু এবং মালদা জেলার ইংলিশ বাজারের বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে হাওড়া ব্রিজে ভগবান সত্যনারায়ণের শোভাযাত্রা।
ছবি: অদিতি সাহা

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ৮২ তম জন্মদিন উপলক্ষে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান।

ইরানের উপরে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণের ঘটনায় এসইউসিআই-এর তীব্র প্রতিবাদ।

বিধান মার্কেটে আয়োজিত ‘চা পে চর্চা’ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: পরিবর্তনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে আয়োজিত ‘চা পে চর্চা’ কর্মসূচি। উন্নত, স্বচ্ছ ও নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গ গড়ার সংকল্প নিয়ে বিজেপি এগিয়ে চলেছ পরিবর্তনের পথে। সেই অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করতে এই বিশেষ উদ্যোগ। এক কাপ চায়ের আড্ডায় শিলিগুড়িবাসীর সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়, আলোচনা ও ভাবনা ভাগ করে নেওয়ার এক আন্তরিক প্রয়াসে সামিল হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। চা-আড্ডার উষ্ণতায় উঠে এল এলাকার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্ন নিয়ে নানা মতামত। মানুষের কথা শুনেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের রূপরেখা। তিনি বলেন, আসুন, সকলে মিলেই গড়ে তুলি নতুন আশার পশ্চিমবঙ্গ। আপনাদের উপস্থিতি ও মতামতই আমাদের শক্তি, আমাদের প্রেরণা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২ মার্চ ২০২৬, ১৭ ফাল্গুন ১৪৩২ সোমবার

কড়া নিরাপত্তায় সম্পন্ন এসএসসি গ্রুপ ‘সি’ পরীক্ষা, ছিলেন ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কড়া নিরাপত্তায় রাজ্যজুড়ে সম্পন্ন এসএসসি গ্রুপ সি পরীক্ষা। রবিবার নির্বিঘ্নে মিটল এসএসসি গ্রুপ সি পরীক্ষা। কড়া নিরাপত্তা বলয়ে রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হল এসএসসি গ্রুপ সি নিয়োগ পরীক্ষা। স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবার একাধিক কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। সকাল থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পরীক্ষার্থীরা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। দুপুর ১২টায় পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় ১টা ৫০ মিনিটে। এবারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ছিল ঢাকা জুতো পরে কেন্দ্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা। চটি ছাড়া অন্য কোনও জুতো পরে ঢোকা যায়নি পরীক্ষা কেন্দ্রে; অনেকে ঢাকা জুতো পরে আসায় তাঁদের খালি পায়েই প্রবেশ করতে হয়েছে। প্রশ্নফাঁস ও নকল রুখতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে কমিশন। মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ-সহ সমস্ত ইলেকট্রনিক গ্যাজেট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। একাধিক কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। সিসিটিভি নজরদারি এবং বাইরে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। অতীতের বিতর্কের পুনরাবৃত্তি এড়াতে প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট; কোনও রকম ঝুঁকি নয়। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে, ডবল ইঞ্জিনের সরকারের রাজ্য উত্তর প্রদেশ, বিহার থেকে তিন হাজারের উপর পরীক্ষার্থী এই রাজ্যে গ্রুপ সি পরীক্ষা দিতে এসেছেন। গ্রুপ সি-র পরীক্ষার পরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এমনটাই লিখলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

তিনি লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি এবং অভিভাবকত্বে রবিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন গ্রুপ ‘সি’ পদে ১ম এসএলএসটি(এনটিএস), ২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করল। মোট ৮,০৯,৬১৯ জন আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় ৮৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন। এই বৃহৎ পরিসরের পরীক্ষা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে আয়োজনে স্কুল সার্ভিস কমিশন, সকল জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক আধিকারিক ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ৪৮৯৩ জন ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থী;যাদের মধ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে প্রায় ৩০০০-এরও বেশি পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। অপপ্রচার সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি দলমত নির্বিশেষে পরীক্ষার্থীদের অটুট আস্থার এটি এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ভবানীপুরে বিজেপির ভোটকেন্দ্রিক ‘ওয়ার রুম’, কটাক্ষ শাসক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেই চাপে ফেলতে কৌশল সাজাতে শুরু করেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুরে গড়ে তুলেছেন একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ। দক্ষিণ কলকাতার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়ির নীচতলায় তৈরি এই কার্যালয় থেকেই গোটা বিধানসভার নির্বাচনী পরিকল্পনা পরিচালিত হবে বলে দলীয় সূত্রের দাবি।

ভবানীপুর বিধানসভা কলকাতা পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। গত কয়েকটি নির্বাচনের ফল

বিশ্লেষণ করে বিজেপি নেতৃত্বের ধারণা, নির্দিষ্ট কিছু ওয়ার্ডে তাদের ভোটভিত্তি শক্তিশালী হয়েছে। সেই অঙ্ক কষেই এবার সরাসরি ভবানীপুরে সংগঠন জোরদারের পথে হাঁটছেন শুভেন্দু। প্রতি সপ্তাহে এলাকায় একাধিক কর্মসূচিতে তাঁর উপস্থিতি সেই প্রস্তুতিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভবানীপুরের এক বিজেপি নেতা বলেন, ফলাফলের খুঁটিনাটি বিচার করলে দেখা যাবে, খুব সামান্য ব্যবধানেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে। আমরা যে সব ওয়ার্ডে এগিয়ে, সেখানে ভোট আরও সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। সময় এলে বোঝা যাবে লড়াই কতটা কঠিন হবে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। ৭১ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি বাবলু সিংহের কটাক্ষ, ওদের ঘর থাকতে পারে, যুদ্ধের ক্ষমতা নেই। সব বুথে এজেন্টই দিতে পারবে না। তাঁর সংযোজন, মানুষ পরিষেবার ভিত্তিতেই রায় দেন, ভবানীপুর তার ব্যতিক্রম হবে না।

ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী থাকবে না: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক শহর ধর্মীয় আবহে মুখর হয়ে ওঠে। শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫১৭তম প্রথম আগমন স্মরণে আয়োজিত মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীউর মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে যায় ভক্তসমাগমে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ব্যবহৃত শ্রীচরণ পাদুকার বিশেষ দর্শনের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য নগর সংকীর্তন পরিক্রমা। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন রাজ্যের বিরোধী

দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে তিনি ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিচারাধীন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা বিচারবিভাগের আধিকারিকরাই দেখবেন। এই বিষয়ে আমার আগে বাড়িয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে কড়া সুর শোনা যায় তাঁর কথায়। শুভেন্দুর বক্তব্য, ভোটার তালিকাতে কোনও রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী থাকবে না। হিন্দুরা থাকবে, তাঁরা নিজেদের ধর্ম বাঁচাতে এই দেশে শরণার্থী, এটা নিয়ে আমাদের কোনও বিভ্রান্তি, লুকোচুরি নেই। আমাদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলিমদের কোনও বিরোধ নেই। নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি কলেজের ভোটে পাঁচবার, পুরসভার ভোটে তিনবার, বিধানসভায় চারবার, লোকসভায় তিনবার ভোটে লড়ে জিতেছি। আমি আমার অভিজ্ঞতায় এসআইআর শুরু হওয়ার সময় বলেছিলাম এক কোটির বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে।

মহেশতলার আবাসনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতায় আগুন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলার একটি আবাসনে চার তলায় আগুন লাগে রবিবার। প্রাথমিক পর্যায়ে আবাসনের আবাসিকরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে রয়েছে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। মহেশতলার ইডেন সিটি আবাসনের ই-৪ টাওয়ারের ৪ তলায় আগুন লাগে। আতঙ্কে নীচে নেমে আসেন আবাসিকেরা। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায় দমকল বাহিনী। তড়িঘড়ি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় মহেশতলা থানার পুলিশ। গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় আবাসনের ই-৪ টাওয়ারের ৪ তলা থেকে। অনেকগুলি ব্লক রয়েছে এই আবাসনে। যে টাওয়ারের আগুন লেগেছে সেখানে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে আসেন সিএসসির কর্মীরা।

দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে তুলকালাম নেতাজিনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে রবিবার তুলকালাম কাণ্ড দক্ষিণ কলকাতার নেতাজি নগরে। অভিযোগ, বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে নেতাজি নগর থানার সামনেই ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডে। বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। একে অপরের দিকে ইট-ভাঙা টাইলসের টুকরো ছোড়ার অভিযোগও ওঠে। ইট ছোড়া থেকে শুরু করে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আহত হন একাধিক বিজেপি কর্মী। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীও। জানা যাচ্ছে, নেতাজিনগরের ৯৮ নম্বর ওয়ার্ড, থানার পিছনের এলাকাতেই রবিবার সকালে একটা দেওয়াল লিখন ঘিরে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। দু’পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে। বিজেপির বক্তব্য, তাঁদের কর্মীরা যখন দেওয়াল লিখছিলেন, তখন তৃণমূলের কর্মীরা তাঁদের ওপর এসে হামলা চালায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আহত এক ব্যক্তি বিজেপি সমর্থক। মারধরের পর তাঁকে তড়িঘড়ি বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে বর্তমানে তাঁর অবস্থা

স্থিতিশীল। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। নেতাজিনগর থানাও ঘেরাও করেন বিজেপি কর্মীরা। জানা গিয়েছে, দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে বচসা হয়। পরে ধাক্কাধাক্কি এবং সেখান থেকে হাতাহাতিতে গড়ায়। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলেছে। এই ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হন বলে খবর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ভিড় ছত্রভঙ্গ করে এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

৯৯ আসনে নতুন ভোটার নেই, চূড়ান্ত তালিকা ঘিরে তুমুল প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর সেই তালিকাই নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৯৯টিতে একজনও নতুন ভোটার যুক্ত হননি; এমন তথ্য সামনে আসতেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। গত ১৬ ডিসেম্বর খসড়া প্রকাশ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণার সময়সীমায় সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে ‘ফর্ম ৬’ জমা পড়েনি বলেই কমিশন সূত্রের ইঙ্গিত। অর্থাৎ, ওই আড়াই মাসে নতুন নাম তোলার আবেদনই আসেনি। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এত বড় রাজ্যে এতগুলি কেন্দ্রে শূন্য সংযোজন পরিসংখ্যানগত দিক থেকে ব্যতিক্রমী।

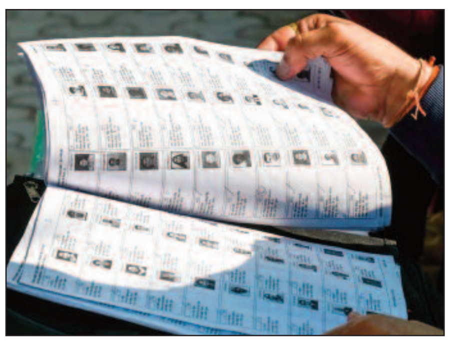

পরিসংখ্যান বলছে, প্রথম পর্যায়ে বাদ পড়েছে ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৩ জনের নাম। খসড়ায় মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩০। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাদ যাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২। অন্যদিকে, ফর্ম ৬-এ যুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৬ জন এবং ফর্ম ৮-এ ৬ হাজার ৬৭১ জন। বর্তমান তালিকায় মোট ভোটার ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪।

তবে ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫টি নাম এখনও বিচারাধীন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্বীকার করেছেন, কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছে। তাঁর কথায়, এত বৃহৎ প্রক্রিয়ায় সামান্য ত্রুটি থাকতেই পারে। যেখানে সমস্যা ধরা পড়েছে, সেখানে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবু ৯৯ আসনে ‘শূন্য’ সংযোজন; রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

গ্যাসের নাম করে ফোন, মুহূর্তে উধাও টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নমস্কার, আমরা এইচপি গ্যাস থেকে বলছি, এই পরিচয়ে আসা এক ফোনেই বিপাকে পড়েছেন শহরের একাধিক বাসিন্দা। সম্প্রতি এইচপি গ্যাস-এর নাম ভাঁড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে। টালিগঞ্জ-এর এক ব্যক্তি জানান, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনার ভর্তুকির টাকা কোন ব্যাংকে যায়? সন্দেহ না করে তিনি কেবল গ্রাহক নম্বরটি জানান। এরপর কথোপকথনের মাঝেই হঠাৎ দেখেন, হিসাব থেকে তিন হাজার টাকা উধাও। তাঁর কথায়, কোনও ওটিপি দিইনি, কোনও লিঙ্কে ক্লিকও করিনি।

বসন্ত উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় জাদুঘরে দীক্ষামঞ্জরির নৃত্যানুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করলেন শিল্পী ডোনা গাঙ্গুলি।
ছবি: অদিতি সাহা

ঘর্মাক্ত তিলোত্তমা, তাপমাত্রা বাড়ছে দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২৪ ঘণ্টায় তুষারপাত ও বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায়, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ঘন কুয়াশার ঘনঘটা থাকবে দার্জিলিং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায়। পাশাপাশি কালিম্পং ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকাতেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের কিছু অংশে। তবে উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিন বাড়বে তাপমাত্রা। কলকাতায় ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি

সেলসিয়াসে। রাত ও দিনের দুটো তাপমাত্রাই ক্রমশ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ও ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে তাপমাত্রা। পরবর্তী তিন-চার দিনে তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন হবে না একই রকম থাকবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে জেলাগুলিতে আগামী দু-তিন দিন তাপমাত্রার পরিবর্তন নেই। তারপর থেকে তাপমাত্রা বাড়বে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

এদিকে কলকাতায় দু’দিনে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ল কলকাতায়। শুক্রবার ১৮’র ঘরে ছিল তাপমাত্রা। সোমবারের পর শনিবারে ফের ২০ ডিগ্রির ঘরে কলকাতার পারদ। রবিবার সকালে সেই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শীতের অনুভূতি উধাও রাতে ও সকালে। উষ্ণতার ছোঁয়া শহরে। রবিবার আংশিক মেঘলা ছিল আকাশ। আগামী তিন চার দিন একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও বাড়ল বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

কলকাতার তাপমান রবিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শনিবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৩ থেকে ৯১ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২২ ডিগ্রি থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

নির্বাচন ঘোষণার আগেই ভাটপাড়ায় এসে পৌঁছল কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বঙ্গে এবার হাই ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন। ক্ষমতা ধরে রাখতে ময়দানে নেমে পড়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বঙ্গে আরেকটা পরিবর্তনের লক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরুয়া শিবিরও। যদিও এখনও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি কমিশন। ক’দফায় ভোট হবে, তা-ও জানা যায়নি। এবারে কমিশনের চ্যালেঞ্জ, বাংলায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। সেই লক্ষ্যে

নির্বাচন ঘোষণার আগেই বাংলায় এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার সকালে ভাটপাড়া ও জগদ্দল এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের নজরদারির জন্য এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আপাতত এসে পৌঁছেছে। বাহিনীকে রাখা হয়েছে ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। ভোটের আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছনোয় স্বস্তিতে জগদ্দল ও ভাটপাড়ার মানুষ। নির্বাচন ঘোষণার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর তাঁদের ভরসা আছে। যাতে তাঁরা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন।

সম্পাদকীয়

‘জয় বাংলা’ স্লোগান তুলে রাজ্যসভায় ‘বহিরাগত’ প্রার্থী, বেকায়দায় তৃণমূল

রাজ্যসভার আসন্ন নির্বাচনে এ রাজ্যের চার আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে শাসক দল তৃণমূল। চারজনের মধ্যে ২ জনই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা! রাজীব কুমার ও মানেকা গুরুস্বামী। বাকি ২ জনের মধ্যে একজন বাবুল সুপ্রিয় একদা বিজেপির সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আর একজন তৃণমূলের কেউ নন, টলিউড তারকা কোয়েল মল্লিক। এই তালিকা সামনে আসতেই বিরোধীরা তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও নিন্দা ও সমালোচনার বন্যা। হাল, হকিকত দেখে একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। একে তো সামনেই বিধানসভা ভোট। এখন আশঙ্কা রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকার কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না তে বিধানসভায়। দল তো নাম ঘোষণা করে দিয়ে খালাস। কিন্তু তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখপাত্র মশাইকে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হল। এমনকী রাজীব কুমারকেও দক্ষ ও প্রায় বাংলার লোকও বলতে হল। মুখপাত্রের মুখে এসব শুনে তো লোকজন এক্কেবারে থ! মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। দলের সিদ্ধান্তের সাফাই দিতে গিয়ে কোথায় যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব, চোখ এড়ায়নি অনেকের। তবে তৃণমূল যেভাবে ভোট বৈতরণী পার হতে বারবার ‘বহিরাগত’-দের ওপর ভরসা রেখেছে তাতে এটা নতুন কিছু নয়। চব্বিশের লোকসভায় শত্রুঘ্ন সিনহা, কীর্তি আজাদ, ইউসুফ পাঠানকে আমরা এ রাজ্য থেকে তৃণমূলের টিকিটে লোকসভায় পাঠিয়েছি। এর আগে এ রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় গেছেন গোয়ার লুইজিনহো ফেলেইরিও, অসমের সুস্মিতা দেব, সাকেত গোখেল, সাগরিকা ঘোষ, চিটফাণ্ডের মালিক বিহারের কুখ্যাত কেডি সিংরা। তৃণমূলের সাহায্যে রাজ্যসভায় গিয়েছেন কংগ্রেসের দিল্লিবাসী দাপুটে আইনজীবী অভিষেক মনুসিংভি। এরা বাংলা ও বাঙালির জন্য কবে, কোথায়, কী করেছেন অন্তত আম বাঙালির সে সব জানা নেই। তবুও, এক একটা নির্বাচন আসে আর তৃণমূল ভিনরাজ্য থেকে লোকজন ধরে এনে সংসদে পাঠায়। এটাই এদের ট্র্যাডিশন। বাংলার মানুষের ওপর এদের ভরসা কি নেই? নাকি সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলার জন্য গলা ফাটানোর মতে যোগ্য লোকের অভাব? কোনটা ঠিক? উঠছে প্রশ্ন।

শব্দছক ৮৮

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. বাধা ৩. বিদ্যমানতা ৬. স্তুতি ৮. শরীর ৯. মুসলমান বাদশাহ ১০. চল ১২. সহন ১৩. দৃঢ় বা শক্ত ১৪. হানিকারক ১৬. বিহ্বল ১৮. কেল্লা ১৯. সুন্দরী রমণী ২১. উদর থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত ২২. দু-হাতের তালু দ্বারা উৎপন্ন শব্দ

ওপর-নিচ: ১. যন্ত্রমানব (ইংরাজিতে) ২. ধাঁধা ৪. ধস ৫. সহযোগ ৭. দেবতায় অবিশ্বাসী ৮. অবকাশ ১০. মৃদুস্বরে আপন মনে কিছু বলা ১১. একশো হাজারে যে রাশি হয় তার শতগুণ ১৫. গঙ্গাসাগরে উচ্চারিত মুনির নাম ১৭. ছিনাল-এর কর্মকান্ড ১৮. কাহিনী ২০. লতিয়ে চলা গাছ

সমাধান ৮৭ — পাশাপাশি: ১. অবরোধ ৪. ঝাঁঝরা ৬. বিদ্ধ ৭. বলাকা ৮. বেল ৯. দাস ১০. সমতা ১২. মাসিমা ১৪. হরষ ১৫. মামাতো ১৭. গড়া ১৮. পানা ১৯. গোময় ২০. সুমো ২১. তবলা ২২. সত্যবাদ

ওপর-নিচ : ১. অবিশ্বাস ২. বদ্ধ ৩. ধবল ৪. ফাঁকা ৫. রাক্ষস ৮. বেতার ৯. দামামা ১১. মহড়া ১৩. সিমানা ১৬. তোষামোদ ১৭. গর্বিত ১৮. পায়স ১৯ গোলা ২০ সুবা

আজকের দিন

■ **১৯৬৯** — কনকর্ড সুপারসনিক জেট তার প্রথম উড্ডয়ন শুরু করে।

■ **১৯৮৩** — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য বাজারে কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) এবং প্লেয়ার প্রকাশিত হয়।

■ **১৯৯০** — নেলসন ম্যান্ডেলা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের উপ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

জন্মদিন

১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি কে বাসুদেবন নায়ারের জন্মদিন।*

১৯৪৪ *বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ অনিল বিশ্বাসের জন্মদিন।*

১৯৮৬ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় ডিভজি শরণের জন্মদিন।*

অনিল বিশ্বাস

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে...

ভারতীয় সংস্কৃতির অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে হোলি বা দোল। দিল্লির মসনদে বসা রাজা-বাদশাহরা এক সময়ে হোলি খেলতেন। এই হোলি প্রকৃত অবাঙালিদের আর দোল নিতান্তই বাঙালিদের উৎসব। তার প্রমাণ মেলে সাহিত্যে, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্যে সবেতেই। এই উৎসব ধর্মনিরপেক্ষ। ফাগুন হাওয়া রাধা-কৃষ্ণের সেই শিহরিত ঋতু মিলনের ইঙ্গিত বয়ে আনে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে হোলি উৎসব সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। লিখেছেন নির্মল বিশ্বাস।

শীতের বিষণ্ণতা কাটিয়ে বসন্তের আয়োজন। নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে এমন সময় কোকিলের ডাকে বসন্ত এসেছে। আর বসন্ত মানেই রঙের উৎসব। হোলি বা দোল উৎসব। আমাদের বাঙালি জীবনে বসন্তের আগমন মানেই — নিজেকে নতুন রঙে রাঙিয়ে নেওয়ার পালা।

এক সময় দিল্লির মোঘল সম্রাট আকবরের অত্যন্ত প্রিয় উৎসব ছিল হোলি বা রং দেওয়া নেওয়ার খেলা। রাজপুত রমণী বা পুরুষদের এই হোলি খেলা বাদশাহ আকবরের মনে স্থান করে নিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, হোলি বা রং খেলার মাধ্য দিয়ে মিশে যাওয়া যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাই তো সে সময়ে বাদশাহ আকবরের প্রসাদেও রং-এর ফোয়ারা ছুটত।

প্রকৃতপক্ষে, সম্রাট আকবর ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসক। তিনি ধর্মালোচনার জন্য ‘ইবাদতখানা’ নামে এক সভাগৃহ গড়েছিলেন। এই ‘ইবাদতখানা’য় বিভিন্ন ধর্মীয় পণ্ডিতদের বিভিন্ন ধর্মীয় মতামত বাদশাহ আকবরকে সর্বধর্ম সমন্বয়ে প্রভাবিত করেছিল। পারস্পরিক ধর্মীয় বিদ্বেষ দূর করার জন্য বাদশাহ আকবর ১৫৮২ সালে ‘দ্বীন-ই-ইলাহি’ ধর্ম প্রবর্তন করেন। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. কালীকিঙ্কর দত্ত মনে করেন, ‘দ্বীন-ই-ইলাহি’ ধর্ম প্রচলন করবার মূল উদ্দেশ্য ছিল সর্বধর্মের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ধর্ম গড়ে তোলা। সব ধর্মের মানুষের কল্যাণেই তিনি গড়ে তোলেন সর্বধর্মের মিশ্রণে ‘দ্বীন -ই- ইলাহি’ ধর্ম।

রাজপুত জাতি ছিলেন সাহসী ও বীর যোদ্ধা। তাঁদের শৌর্য-বীর্য নিয়ে সম্রাট আকবর বরাবরই সচেতন ছিলেন। দূরদৃষ্টির অধিকারী কূটনীতিজ্ঞ আকবর উপলব্ধি করেন, ভারতীয় করণ করতে চাইলে কখনই যুদ্ধ নয়, বরং রাজপুতদের মৈত্রী বাঁধনে বাঁধাই হবে প্রধান স্তম্ভ। পরে, বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আর রাজপুত বীরদের মনসবদার ও সেনাপতির মতো আরও নানা পদে নিয়োগ করে তাঁদের যথাযথ সম্মান জানানোর ফলে শুধু স্থায়িত্ব নয়, হিন্দু-ইসলামি সংস্কৃতির সমন্বয় অভূতপূর্ব সংস্কৃতির জাগরণ ঘটে।

এ থেকেই প্রমাণিত হয়, ধর্মীয় উৎসবের বেড়া ডিঙ্গিয়ে এই রঙ দেওয়া নেওয়ার খেলা (হোলি) সম্প্রীতির এক মাধ্যম। এটা বুঝতে পেরেই বুদ্ধিমান সম্রাট আকবর বোধহয় এই রঙিন উৎসবকে সমস্ত ধর্মের মানুষদের মধ্যে ছড়িতে দিতে চেয়েছিলেন।

সুফি, সন্ত, হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া আর আমির খসরু তাঁদের বিভিন্ন পারসি ও হিন্দি লেখায় দেখিয়েছেন সম্রাট আকবর এই উৎসব খুবই ভালোবাসতেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ রচিত ‘হোলি উৎসব’-এর গান আজও ভীষণভাবে জনপ্রিয়। এমনকী বাহাদুর শাহের আমলে তিনি তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি ও রাজকর্মীদের অনুমতি দিতেন তাঁর কপালে আবিরের টিকা লাগিয়ে দিতে। আবার সম্রাট শাহজাহানের সময় হোলি উৎসব একটু অন্য রকম রূপ নিয়েছিল। তাঁর সময় হোলিকে বলা হতো ইদ-উ-গুলাবি (গোলাপি ইদ) বা আব-এ-পাশি (রঙিন ফুলের বৃষ্টি)। এই সময় হিন্দু-মুসলমান মিলনোৎসবের একটা রূপ ছিল হোলির দিনটিতে। এ বিষয়ে অন্তত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে হোলি উৎসব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৎকালীন নবাব-বাদশাহরা রঙিন জলের বোতল আদান-প্রদান এবং আবিরের থালা প্রেরণের মধ্য দিয়ে হোলি উৎসব উৎযাপন করতেন। তাঁরা ‘নাগড়া’ বাদনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবে এক প্রকার জয়ধ্বনির সূচনা করেছিলেন। মোঘল যুগে নবাব বাদশাহ ও রাজাদের মধ্যে হোলি বা দোল উৎসবের জনপ্রিয়তা প্রভূত বেড়েছিল।

‘তুজক-ই-জাহাঙ্গিরি’ পুস্তকে সম্রাট জাহাঙ্গিরের রং খেলা, পিচকারি হাতে ছবিটি রয়েছে। সে সময় বহু শিল্পী বিশেষত গোবর্ধন ও রসিকদের ছবিতে জাহাঙ্গিরের রং খেলার দৃশ্যের ছবি আঁকা রয়েছে। এমন কী জাহাঙ্গিরের স্ত্রী নুরজাহানও হোলি উৎসবে সামিল হতেন। এছাড়া একটি পুরনো বিখ্যাত পেইন্টিংয়ে মহম্মদ শাহ রহিলোকে দেখা গিয়েছে তিনি রাজপ্রসাদে তাঁর স্ত্রী ও সখিদের নিয়ে (হাতে পিচকারি) হোলি খেলায় মত্ত। এই সমস্ত পেইন্টিংয়ের উদাহরণগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা প্রমাণ করে। যা বহু বিশ্বাস ও বহু ভাবনার মিলনক্ষেত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

‘শায়ের-উল-মঞ্জিল’-এ মির্জা সাঙ্গিবেগ লিখেছেন, হোলি উৎসবে মত্ত ছেলে-মেয়েরা নিজেদের লাল, হলুদ, সবুজ আরও অনেক রংয়ে রাঙিয়ে অসম্ভব সুন্দর করে তুলত। মুনসি জাকিউল্লাহ লিখেছেন, ‘কে বলে হোলি হিন্দুদের

উৎসব?’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘মোঘলদের সময় থেকেই এই রঙের খেলায় রাজপ্রসাদের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ধর্ম, বিশ্বাস, চিন্তা, সবকিছু শেষে মানবতার জয়গানে হোলি বা দোলের এই মহামিলনের রংয়ের উৎসব জায়গা করে নিয়েছিল মোঘলদের সময় থেকেই। বারবার এর থেকেই প্রমাণিত হয়েছে ভারতে অন্তত এই উৎসব ব্যক্তিগত কোনও ধর্মের নয়। এই উৎসব হল মিলনের উৎসব।

আবার হোলি বা দোল নিয়ে জানা যায়, খ্রিস্ট্রীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতক থেকে একটানা ষোড়শ দশক পর্যন্ত উত্তর ভারতের সব জায়গায়তেই হোলি উৎসব চালু ছিল। তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে বাৎস্যায়নের লেখা ‘কামসূত্র’ এবং ষোড়শ শতকে লেখা ‘রঘুনন্দন’ আর সপ্তম শতকে ‘শ্রীকৃষ্ণের রত্নবলী’ এবং অষ্টম শতকে লেখা হয়েছিল ‘মালতী মাধব’ নামে নাটক আর একাদশ শতকে লেখা হয়েছিল আলবিরুনীর ভারত বিবরণের হোলি উৎসবের উল্লেখ আছে।

হোলি উৎসবের নিদর্শন মেলে প্রাচীন গুহাচিত্রে,মিনিয়েচারে, এছাড়া নানা চিত্রকলা আর ভাস্কর্যে। এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে উৎকীর্ণ রামগড়ের গুহালিপি হল তার নির্দিষ্ট প্রমাণ। আদিতে এই সময়টা ছিল চৈত্র মাস, কখনও ফাল্গুন মাস নয়। আবার ‘গড়ুর পুরাণ’-এ উল্লেখ রয়েছে। তবে কাম উৎসবের মতো এটি চৈতী উৎসব রূপে টিকে থাকতে পারেনি।

আসলে হোলির টানে এগিয়ে আসে ফাল্গুনে। রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনি ঘিরে উত্তর প্রদেশের মথুরা-বৃন্দাবন, গুজরাট, রাজস্থান আর বাংলায় চিত্রকলা, ভাস্কর্য আর আখ্যানকাব্য প্রচীনকাল থেকে বিশেষভাবে বিকশিত হয়। তাই নানা ক্ষেত্রে শিল্পীদের আঁকা এসব ছবি আর ভাস্কর্য বিশেষভাবে গ্রহণীয়। এসব ছবি দেখা যায়, বিহার, ছত্রিশগড়, হিন্দিবলয়ের মধুবনী আর রাজস্থানের কাংড়াচিত্রে আরোঘল যুগের শিল্পকলায়, যাকে এখন মিনিয়েচার বলা হয়।

এই শিল্পে রাজপুতনার কিষনগড় রাজ্যের জুড়ি নেই। এইসব মনমাতানো, চোখজুড়ানো ছবিতে ধরা আছে শ্রীকৃষ্ণের আবির ছোড়ার অনবদ্য সব দৃশ্য।

এক সময় কবি জয়দেব রচিত ‘গীতগোবিন্দম্’ ভিত্তিক সব রঙিন ছবিতে রতিক্রীড়ার নানা ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে পাহাড়ি চিত্রকলায়। আবার ব্রজভাষার কবি সুরদাস কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে কাব্য ‘সুরসাগর’-এর প্রেরণায়

মেওয়ারের শিল্পী আঁকেন বসন্তদিনে রাধাকৃষ্ণ নৃত্য। ত্রিভুবন যেন তন্ময় হয়ে আছে সেই নাচে।

হোলি বা দোল খেলার অপরূপ দৃশ্য চিত্রিত হয়ে রয়েছে আহমেদনগরের পেইন্টিংয়ে। রাজস্থান-এর পাহাড়ি চিত্রে দেখা যায়, মহারাজ মানসিংহ অন্তপুরবাসিনীদের সঙ্গে হোলি খেলায় মেতে উঠতেন। এমন কী সাধুরাও হলি খেলায় রঙিন হয়ে উঠতেন।

দোলায় বসে রাজা-রাণি একে অপরকে পিচকারি থেকে রং ছুড়ে রাঙিয়ে দিচ্ছেন এরকম হোলির দৃশ্য কর্ণাটকের হ্যাম্পির ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ রয়েছে। আবার কোথাও সখিদের চারপাশে নিয়ে মহারাজ হোলি খেলায় মত্ত। কোথাও হাতির পিঠে বা রাজপ্রসাদের ব্যালকনি থেকে আবির আর পিচকারির রং ছড়িয়ে দিচ্ছেন সখিরা। কোথাও আবার রাধাকৃষ্ণের মিলন দৃশ্য ফাগের নানা রংয়ে নানা ভঙিমায় ফুটে উঠছে।

ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে গত ৫০০ বছরের প্রাচীন ছবি আর ভাস্কর্যে ধরা আছে হোলির বর্ণময় সুষমা। কুলু-কাঙড়ার পাহাড়ি চিত্রকলায় মরু প্রান্তরের ছবি আর দাক্ষিণাত্যের চিত্রপটে আঁকা রাধাকৃষ্ণ-এর হোলি খেলা — এক অবিস্মরণীয় সম্পদ। গ্রাম-বাংলার জড়ানো পটে রাধাকৃষ্ণের আখ্যান চিত্রায়িত করে আজও বাংলার শিল্পীরা গান গেয়ে রোজগার করেন।

১৮৩২ সালে বিদেশি চিত্রী মাদাম বোলনোস ওই সব বর্ণময় দৃশ্য শরে রেখেছেন তাঁর চিত্রকলায়।

সে সময়ের দেশীয় রাজ্য কাঙড়ার রাজধানী সুজনপুরের টিলার ওপর মহারাজ সংসার চাঁদের আবাসিক প্রসাদ ছিল। তিনি এই প্রসাদের পূর্বদিকে গৌরীশঙ্গরের মন্দির তৈরি করান পুজো আর উপসনার জন্য। এই মন্দিরের গর্বগৃহের দেওয়াল চিত্রে রাধাকৃষ্ণের হোলি খেলা ছাড়াও অন্য সব ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। দরবার হলের নীচে এখনও পড়ে আছে বাঁধানো চৌবাচ্চা। এখানকার কাঙড়া চিত্রে দেখা যায়, নারী মহলের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। গোপিনীরা অনুগতভাবে তাঁকে মেয়ে সাজিয়ে দিলেন। শ্রীরাধা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে দৃশ্য উপভোগ করছেন। আবার এমনও দৃশ্য দেখা, রাধা অন্তঃপুরে হোলি খেলছেন। আবার রাজপ্রসাদের বাইরে হাতির শোভাযাত্রায় মহোল্লাসে চলছে দোললীলা। আবার বিজাপুরের দক্ষিণীচিত্রে শরীরী হয়েছে হিন্দোল রাগ। সংস্কৃত শ্লোকে (ভাষায়) এই চিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সতেরো আঠারো শতকের চিত্রকলায় হোলিকে বসন্ত ঋতুর প্রতীক হিসেবে দেখা যায়। রাগমালা চিত্রের উপজীব্যও হোলি। হিন্দোল রাগের চাম্বা উপত্যকার ছবিতে রাধাকৃষ্ণ দোলনায় দোলেন।

মহাভারতের বুন্দেলখন্ডের হোলি চিত্রে দেখা যায়, রাধিকার সখিরা শ্রীকৃষ্ণকে একেবারে ঘিরে রেখেছ। প্রসাদপুরীর প্রশস্ত আঙিনায় ব্রজগোপীদের সাদর পীড়নে শ্রীকৃষ্ণ বন্দি। ব্রজের রাজাকে মুক্ত করতে আসা যুবকদের লাঠি হাতে রুখে দিয়েছে কন্যারা। আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলের পাটনা চিত্রকলায় শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ রাজসভা কিংবা বাদশাহি দরবার জুড়ে হোলি ধীরে ধীরে নেমে এসেছে সাধারণ ঘরের আঙিনায়। হুমাস লালের আঁকা ছবিতে শ্রীকৃষ্ণের গোপিনীরা যেন সাধারণ ঘরের বড়বিবি। উনিশ শতকে কোম্পানি আমলে হাতির দাঁতের পাতে আঁকা ছবিতে একই দৃশ্য।

মারাঠা মন্দিরের দেওয়ালে আঁকা ম্যুরালে দোললীলার অসাধারণ ছবি ধরা পড়েছে। নিপানি প্রসাদের দেওয়াল চিত্রে পঞ্চকুমারীকে পিচকিরি হাতে হোলি খেলতে দেখা যায়। আবার গুজরাতেও বাল্যস্তুতিভিত্তিক অনেক কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা রয়েছে সেখানে। মূলত হিন্দু উৎসব এই হোলি বা দোল। তবে একদা ইসলামি শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন এক মাত্রা পেয়েছিল। এই দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে এ এক মিলন মহোৎসব। একই সময় মহরম আর হোলি পড়ায় আপাত বিরোধী সংস্কৃতি ও সমস্যাকে সুকৌশলে সমাধান করে দেন নবাব আসকউল্লাহ। এই ভাবে হোলি বা দোল উৎসবে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা আর জাতপাতের বেড়া ডিঙিয়ে দেশের সীমানার গন্ডি পেরিয়ে সারা বিশ্বর মানুষের কাছে এক ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবের রূপ ধারণ করেছে তা কেউই জানতে পারেনি। এ উৎসব কখনও প্রেম, কখনও ধর্মীয় বাতাবরণ এসেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাঁধভাঙা ভালোবাসা পলাশ ফুলের প্রকৃতি ও বসন্তের খোলা হাওয়ায় তাকে মাতাল করে তুলেছে। সকলস্তরের মানুষের রং দেওয়া নেওয়ার খেলাই হল হোলি বা দোল উৎসব। আবার এ-রাজ্যের শান্তিনিকেতনে কবিগুরু যখন দোল উৎসবে বসন্তে প্রভাত ফেরির সূচনা করেছেন, তখন তো সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মিলন ঘটেছে।

নবদ্বীপে গৌড়ীয় মঠে দোলযাত্রা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব মাহাত্ম্য: প্রেম, ভক্তি ও ঐতিহ্যের মিলনমেলা

বেবি চক্রবর্তী

ফাল্গুনের শেষপ্রহরে যখন বাংলার আকাশে রঙের উল্লাস, তখন গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ যেন অন্য এক আবহে জেগে ওঠে। এখানে দোলযাত্রা কেবল আবির-গুলালের উৎসব নয়; এটি প্রেমভক্তির চিরন্তন আহ্বান, এটি গৌরপূর্ণিমা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-র আবির্ভাব তিথি। নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠে এই দিনটি রূপ নেয় এক আধ্যাত্মিক মহোৎসবে, যেখানে রঙের উচ্ছ্বাস মিশে যায় নামসংকীর্তনের সুরে, আর ভক্তির আবেগ ছুঁয়ে যায় হাজারো হৃদয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দোলপূর্ণিমা থেকে গৌরপূর্ণিমা

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুন পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নবদ্বীপে আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁর জন্মমুহূর্তে চন্দ্রগ্রহণ চলছিল এবং গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য মানুষ হরিনাম সংকীর্তনে মগ্ন ছিলেন। সেই নামধ্বনির মধ্যেই তাঁর আবির্ভাব যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এই কারণেই দোলপূর্ণিমা বৈষ্ণবসমাজে গৌরপূর্ণিমা নামে সমাদৃত। বসন্তের রঙিন উৎসব এখানে পরিণত হয় প্রেমভক্তির দিবসে। গৌড়ীয় মঠ বহু আগে থেকেই এই তিথিকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে উপবাস, শাস্ত্রপাঠ, নামজপ ও ধর্মসভা আয়োজনের মাধ্যমে। গৌড়ীয় মঠে দিনের সূচনা ভোরের মঙ্গলধ্বনি। এই দোলযাত্রার দিন ভোররাতেই গৌড়ীয় মঠে শুরু হয় মঙ্গলআরতি। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টানাদ ও কীর্তনের সুরে মন্দিরপ্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। ফুল, আলোকসজ্জা ও বৈষ্ণব পতাকায় সজ্জিত হয় সমগ্র আশ্রম। ভক্তরা সাদা বা গেরুয়া বস্ত্রে, কপালে তিলক এঁকে, হাতে মালা নিয়ে নামজপে অংশ নেন। ক্রমশ ভোরের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তসমাগম বৃদ্ধি পায়। শুধু নদীয়া জেলা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত, এমনকি দেশ-বিদেশ থেকেও আগত ভক্তরা এই উৎসবে যোগ দেন। অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে উপস্থিত হন, কারণ এটি শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এক পারিবারিক ও সামাজিক মিলনোৎসব।

শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও রঙের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা ও শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার।

শ্রীগোদ্রুমবিহারি রাধা গোবিন্দ জিউ বিগ্রহ ফুলে, চন্দনে ও রঙিন বস্ত্রে সজ্জিত হয়। ভক্তরা আবির ও গুলাল অর্পণ করেন, তবে এখানে রঙের ব্যবহার ভক্তির প্রতীক হৃদয়কে প্রেমের রঙে রাঙানোর আহ্বান। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, মহাপ্রভুর কৃপায় অন্তরের কলুষ দূর হয়ে প্রেম ও নম্রতা জাগ্রত হয়। রঙের এই প্রতীকী প্রয়োগ উৎসবকে আধ্যাত্মিক গভীরতা প্রদান করে।

নামসংকীর্তন ভক্তির প্রাণস্পন্দন

দোলযাত্রার প্রধান আকর্ষণ মহাসংকীর্তনে মৃদঙ্গ, করতাল ও শঙ্খের তালে তালে হুরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণদ ধ্বনিতে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা নেতৃত্ব দেন, আর ভক্তরা একযোগে সাড়া দেন। অনেকের চোখে আনন্দাশ্রু যেন পাঁচশো বছরের পুরনো নবদ্বীপের সেই দিনগুলি ফিরে এসেছে। নামসংকীর্তন কেবল সঙ্গীত নয়; এটি এক সামষ্টিক সাধনা। এখানে জাতি-বর্ণের ভেদরেখা মুছে যায়। সকলেই একই সুরে, একই ছন্দে, একই নাম জপ করেন। এই সম্মিলিত ভক্তিই শ্রীচৈতন্যের আন্দোলনের প্রাণ।

শোভাযাত্রা ও ধামপরিক্রমা

এই উপলক্ষে পাঁচ দিন পূর্ব থেকেই ধাম পরিক্রমা শুরু হয়। মহা সংকীর্তন যোগে সাধু, সন্ন্যাসী সহ ভক্তরা নগরপরিক্রমায় অংশ নেন। কীর্তনের সুরে, পতাকা ও ফুলের মালায় সজ্জিত সেই শোভাযাত্রা নবদ্বীপের অলিগলি পেরিয়ে এগিয়ে চলে। পথচারীরা প্রণাম জানান, কেউ কেউ কীর্তনে যোগ দেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এই শোভাযাত্রা নবদ্বীপের ঐতিহাসিক বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে জীবন্ত করে তোলে এবং শহরের সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।

আবির্ভাবের দর্শন প্রেমভক্তির বিপ্লব

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের করুণাময় অবতার হিসেবে মানা হয় যিনি রাধার প্রেম ও কৃষ্ণের করুণা ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর শিক্ষা ছিল সহজ নামসংকীর্তন ও প্রেমভক্তি। তিনি দেখিয়েছিলেন, ধর্মচর্চা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার নয়। সমাজের নিম্নবর্ণ, নারীরা, এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও তাঁর কীর্তনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বাণী-তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনাদ আজও মানবিকতা ও সহিষ্ণুতার পাঠ দেয়। নবদ্বীপের আধ্যাত্মিক পরিবেশ গৌরপূর্ণিমার দিন নবদ্বীপ এক বিশাল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। গঙ্গার ঘাটে স্নান, পূজা ও নামজপ চলে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত। বিভিন্ন আশ্রম ও মন্দিরে ধর্মসভা, শাস্ত্রপাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আবির্ভাব মুহূর্ত স্মরণ করে বিশেষ আরতি হয়। হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় মঠপ্রাঙ্গণ আলোকিত হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে উপস্থিত ভক্তরা অনুভব করেন এক গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ যেন সময়ের সীমানা অতিক্রম করে তাঁরা মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব এই উৎসব নবদ্বীপের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, হস্তশিল্প ও পর্যটন খাতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। বহু পরিবার এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, কারণ এটি তাদের জীবনে আনন্দের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও বয়ে আনে। তবে সবচেয়ে বড় প্রভাব সামাজিক সম্প্রীতিতে। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। নামসংকীর্তনের সুরে তারা একাত্মতা অনুভব করেন। এই মিলনমেলা নবদ্বীপকে কেবল ঐতিহাসিক শহর নয়, এক জীবন্ত আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান বিশ্বে যখন বিভাজন, হিংসা ও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, তখন শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও ঐক্যের বার্তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীরা মনে করেন, নামসংকীর্তন মানুষের মানসিক চাপ কমাতে ও সামাজিক সংহতি গড়ে তুলতে সহায়ক। বর্তমান তরুণ প্রজন্মও এই উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে কীর্তন ও শোভাযাত্রার ছবি-ভিডিও ভাগ করে তারা এই ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে নবদ্বীপের গৌরপূর্ণিমা আন্তর্জাতিক পরিসরেও পরিচিতি পাচ্ছে।

উপসংহার: প্রেমের রঙে রাঙা হোক মানবতা

নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠে দোলযাত্রা তাই কেবল রঙের উৎসব নয়; এটি প্রেমভক্তির এক গভীর সাধনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্মরণে এই দিনটি মানুষের হৃদয়ে জাগায় নম্রতা, সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্বের বোধ। ফাল্গুনের পূর্ণিমার চাঁদ যখন গঙ্গাতীরে আলো ছড়ায়, তখন কীর্তনের সুরে ধ্বনিত হয় সেই চিরন্তন আহ্বান; প্রেমের রঙে রাঙাও মন, নামসংকীর্তনে জাগুক মানবতা। এই আহ্বান শুধু নবদ্বীপের নয়; এটি সমগ্র মানবসমাজের জন্য এক দৃষ্টান্ত।

চর্চাবাসর ৫১

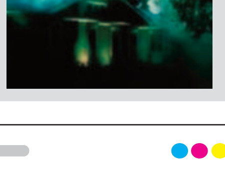

‘অলৌকিক’ (আলোকিক) শব্দটি সংস্কৃত থেকে এসেছে। এর বিভাজন — উপসর্গ অ (ক-) অর্থ ‘না’ বা ‘এর বিপরীত’। মূল শব্দ লৌকিক (লৌকিক), যার অর্থ ‘এই পৃথিবীর সাথে সম্পর্কিত’ ‘জাগতিক’, বা ‘সাধারণ’। মূলের উৎস Loukik শব্দটি এসেছে লোক (Lok) থেকে, যার অর্থ ‘বিশ্ব’ বা ‘মানুষ’। অতএব, ‘আলাউকিক’, ‘অসাধারণ’ বা ‘অসাধারণ’

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘পরিবর্তন যাত্রা’র সূচনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার দিগনগরে এসে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের হুঙ্কার ছাড়লেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। একই সঙ্গে পরিবর্তনের সংকল্প নিয়ে দিগনগর স্কুল মাঠ থেকে বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল তুঙ্গে উদ্দীপনা। নবদ্বীপ জোনের এই যাত্রা আগামী দিনে রাজ্যের কোণায় কোণায় পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দেবে বলে আশাপ্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

এদিন মঞ্চে উঠে জেপি নাড্ডা রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতার সিংহভাগ জুড়ে ছিল রাজ্যের শিল্প, বাণিজ্য এবং বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার বেহাল দশা। নাড্ডা অভিযোগ করেন, বাংলার এক সময়ের গৌরবোজ্জ্বল শিল্প ও সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। তৃণমূল সরকারের ভুল নীতি এবং দুর্নীতির কারণে রাজ্যের যুবসমাজ কর্মসংস্থানহীন হয়ে পড়ছে। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রকল্প পাঠালেও রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে সাধারণ মানুষ তার সুফল পাচ্ছেন না।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন আর গণতন্ত্র নেই, আছে কেবল তুষ্টিকরণ ও সিন্ডিকেট রাজ। সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত’ এবং কৃষক সম্মান নিধি কার্যকর না করার প্রসঙ্গেও রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন। নাড্ডার দাবি, মোদী সরকার গরিব কল্যাণে বদ্ধপরিকর, কিন্তু বাংলায় সেই উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শাসক দল।

এদিনের সভায় জেপি নাড্ডা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য, রাজ্য নেতা রাহুল সিনহা সহ স্থানীয় জেলা নেতৃত্ব। নাড্ডা তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পরিবর্তন যাত্রা কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি বাংলার সম্মান পুনরুদ্ধারের লড়াই। সভায় উপস্থিত নেতা-কর্মীরা নাড্ডার প্রতিটি কথা করতালির মাধ্যমে সমর্থন জানান। রানাঘাট সংলগ্ন এই এলাকায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন এবং আসন্ন লড়াইয়ের রণকৌশল স্থির করার ক্ষেত্রে এই সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাঁর ভাষণ শেষ করে পরিবর্তনের জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রার শুভ সূচনা করেন।

শিক্ষাকে ধ্বংস করেছে এই সরকার: ধর্মেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিয়ে তিনি বলেন, গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি দুর্নীতি হয়েছে এই রাজ্যে। বাংলার শিক্ষার মানকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার। স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই। পুরো ব্যবস্থাটাকেই ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। রাজ্যটা এদের হাতে থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। স্কুলে শিক্ষক নেই বলে একের পর এক সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায় চরম দুর্নীতির কারণে ২৬ হাজার শিক্ষককে পথে বসিয়েছে এই সরকার।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ভারতীয় জনতা পার্টির ‘পরিবর্তন যাত্রা’ কর্মসূচি রবিবার গড়বেতায় সমাবেশের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। সেই সমাবেশের বক্তব্য রাখেন ধর্মেন্দ্র প্রধান ও শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারকে গত পাঁচ বছরে ১০ লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন কিছুই হয়নি। রাজ্যজুড়ে শুধু চুরি দুর্নীতি ও লুঠতরাজ চলেছে। কয়লা বালি ও চাকরি চুরির মত মারাত্মক সব দুর্নীতি হয়েছে।

শুধু তাই নয়, ইডির কাছ থেকে নথিপত্র ছিনিয়ে নিয়ে তথ্য প্রমাণ পর্যন্ত লোপাট করার চেষ্টা করেছে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনকে জধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। এদিন দুপুরে গড়বেতার প্রবেশপথ থেকে বর্ণাঢ্য এই যাত্রা শুরু হয়। হুডখোলা গাড়িতে বিজেপি নেতৃবৃন্দ যখন শহর পরিক্রমা করেন তখন রাস্তার দু’ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। দলীয় কর্মীদের হাতে থাকা গেরুয়া পতাকা, ফেস্টুন আর ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনিতে মুখরিত হয় এলাকা।

পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন জেলা নেতৃবৃন্দ। তারা অভিযোগ করেন, গড়বেতা তথা পশ্চিম মেদিনীপুরের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়ার পর কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা বলেন, রাজ্যে আসল পরিবর্তনের সময় এসেছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের প্রয়োজন। মঞ্চে ওঠে এদিন কুড়মি সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা রাজেশ মাহাতো বিজেপিতে যোগদেন।

সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস উদ্যোগে সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে প্রতি বছরের মতো এবছরেও আসন্ন পবিত্র ঈদ উপলক্ষে ৩০০০ জন সংখ্যালঘু মুসলিম দুস্থ মা-ভাই-বোনদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না।

ছবি: বনস্পতি দে

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০০

খোদ বিধায়কের নাম ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সদ্য তালিকায় খোদ দু’বারের তৃণমূল বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডলের নাম ‘বিবেচনাধীন’ (অ্যাজুডিকেশন) তালিকায় থাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীরা।

জানা গিয়েছে, তোরাফ হোসেন মন্ডলের বাবার নামের একটি ভুলের কারণে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানির নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। বিধায়কের দাবি, তিনি নির্দিষ্ট সময়ে শুনানিতে উপস্থিত হয়ে মাধ্যমিকের শংসাপত্র ও পেনশন সংক্রান্ত সমস্ত বৈধ নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নাম বিচারাধীন রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র বিধায়কই নন, জকিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি নির্দিষ্ট বুথের প্রায় ৩৫০ জন ভোটারের নামও একই ভাবে বিবেচনাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে।

ক্ষোভ প্রকাশ করে বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল বলেন, ‘আমি ২০০২ সাল থেকে ভোটার। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী এবং পেনশন হোল্ডার। সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরেও কেন নাম বিবেচনাধীন রাখা হলো বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমাদের বেছে বেছে হেনস্থা করা হচ্ছে।’ অন্যদিকে, এই ঘটনায় আসন্ন নির্বাচনে তাঁর প্রার্থী হওয়া নিয়ে অনুগামীদের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে।

এ বিষয়ে বিধায়কের পুত্র তথা জেলা পরিষদ সদস্য রিয়াজুল মন্ডল এই ঘটনায় সরাসরি বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, ‘একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করে পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।’ অন্যদিকে, বিজেপির জেলা নেতা রজত ঘোষ এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের বিষয়। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল পরাজয়ের আতঙ্কে এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।’

বর্তমানে এই আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে কুমারগঞ্জের রাজনৈতিক মহল।

পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার সূচনা কুলটি বিধানসভার চিনা কুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রবিবার থেকে শুরু হল বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী এবং দিলীপ ঘোষ, এবং পশ্চিম বর্ধমান বিজেপি জেলা সভাপতি দেবতানু ভট্টাচার্য, আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, কুলটির বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার-সহ শিল্পাঞ্চলের নেতৃত্ববৃন্দ। এই সভা থেকে অন্নপূর্ণা দেবী বলেন, বাম আমলে কারখানা ধোঁয়া হালকা হালকা বন্ধ হচ্ছিল কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে সেই চিমনি টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে। রোজকার না পেয়ে যুবসমাজ বিপদে চালিত হচ্ছে।

দিলীপ ঘোষ বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি মানুষ বুঝতে না-পারে তাহলে তারা নিজের সংসারকে বা পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। এসআইআর প্রসঙ্গে বিজেপির প্রত্যেক নেতৃত্ব বলেন তৃণমূল ভয় পেয়ে প্রলাপ বকছে।

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 05 OF 2025-2026 for the work of-

Name of works–

1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Kandi Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 05 OF 2025-2026

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.

Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **02/03/2026 upto 01.00 PM.**

Last date and time of issuance of Quotation documents on **02/03/2026 upto 02.00 PM.**

Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **02/03/2026 upto 02.30 PM.**

Opening of financial bid on **02/03/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer, P.W.D
Berhampore Division-I

“ফর্ম নং ইউআরসি-২”

অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন

(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে **‘এমএলএ হোল্ডিংস’** এক ব্যবসায়িক সংস্থা শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে :

ক) ভারতে হোক বা বিদেশে, যেকোনো কোম্পানি, কর্পোরেশন, সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, অথবা অন্য কোনো সত্তা কর্তৃক জারি করা বা গ্যারান্টিযুক্ত শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার-স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভস এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণ অর্জন, সাবস্ক্রাইব, বিনিয়োগ, ধারণ, মালিকানা, ক্রয়, বিক্রয়, স্থানান্তর, বন্ধক বা অন্য কোনওভাবে লেনদেনের ব্যবসা পরিচালনা করা।

খ) প্রযোজ্য আইন ও বিধি সাপেক্ষে, বিভিন্ন ধরণের ডেরিভেটিভ ইন্সট্রুমেন্টের ব্যবসায় জড়িত হওয়া, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়, ফিউচার, অপশন, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স এবং অন্যান্য কাঠামোগত আর্থিক পণ্য, তা স্বীকৃত এক্সচেঞ্জে বা ওভার-দ্য-কাউন্টার বাজারে লেনদেন করা হোক না কেন।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধের একটি অনুলিপি ১৫৯, রবীন্দ্র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৭ অফিসে কর্মদিবসে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

এমএলএ হোল্ডিংস-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা　　স্বা/-

তারিখ : ০২-০৩-২০২৬　　**অমিত আগরওয়াল**

অনুষ্ঠিত বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: ইন্দাসের করিশুণ্ডা গ্রামে কৃষ্ণকলি মহিলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব। সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের চেহারা নেয়। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শান্তিনিকেতনের আদলে বসন্ত উৎসব উদযাপিত হয়ে থাকে। এদিন সবাই রঙে রঙে মেতে ওঠে, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। এই বসন্ত উৎসবে নতুন প্রেমের সূচনা যেমন হয় তেমনি প্রেম আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। করিশুন্ডা কৃষ্ণকলি মহিলা কমিটির সদস্যা সুতপা দালাল সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এ বছর প্রথম তাদের বসন্ত উৎসবের শুভ সূচনা হলো আগামী দিনে সকলে পাশে থাকলে আরও বৃহত্তর আকারে এই বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হবে।

মহিলার মৃত্যুতে উত্তেজনা, আহত ছেলে, অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চিনপিনা রেল গেটের সামনে রবিবার সাত সকালে মর্মান্তিক ভাবে বড় ১২চাকার একটি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত বছর ২৫-এর মহিলার নাম পূজা মাজী। তাঁর বাড়ি রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। ঘটনায় আহত তাঁর ছেলে বছর পাঁচের অনিকিত মাজী গুরুতর আহত। তাকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে প্রথমে ভর্তি করা হয়েছিল পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

জানা যায়, রবিবার সকালে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত তাঁর বাপের বাড়ি লায়েকডাঙা থেকে একটি স্কুটিতে করে তাঁর ছেলেকে নিয়ে রঘুনাথপুরের দিকে আসছিলেন পূজা। ওই সময় পথে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চিনপিনা রেলগেটের সামনে একটি ১২চাকার লরি স্কুটিটিকে ধাক্কা মারলে ওই গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মহিলাটির। গুরুতর জখম হয় তাঁর ছেলে। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত শিশুটিকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এসে ভর্তি করে। তবে পুলিশ মহিলার দেহ উদ্ধার করতে গেলে উত্তেজিত জনতা পুলিশকে দেহ তুলতে বাধা দিয়ে যান নিয়ন্ত্রণ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেহ আটকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। পরে রঘুনাথপুর থানার আইসি ঘটনাস্থলে পৌঁছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ-সহ যান নিয়ন্ত্রণ করার আশ্বাস দেওয়ার পর রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ অবরোধ উঠে যায়।

পায়ের তলায় মাটি পেতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল, দাবি স্বপনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: এসআইআরের প্রকাশিত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের পায়ের তলায় মাটি পেতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল তৃণমূল দাবি স্বপনের। বিজেপি বিধায়ক সেই কারণে নাম রেখেছে কমিশন পালটা দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের।২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের তেমন অভিযোগ তুলে বনগাঁ দক্ষিণের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বনগাঁ এসডিওর কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পরবর্তীতে এসআইআরের শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। শুনানি কেন্দ্রে হাজির হয়ে নথিপত্র জমা দিয়েছিলেন।শনিবার নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে স্বপন মজুমদারের। নতুন তালিকায় নিজের নাম থাকার পরে এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তিনি বলেন, ‘তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলায় মাটি নেই সেই কারণে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ভুল তথ্য মানুষকে জানানো হচ্ছে। আমার সমস্ত রকম পেপারস পত্র রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলায় মাটি নেই স্বপন মজুমদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যদি পায়ের তলায় মাটি পাওয়া যায় সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করছে।’ অন্যদিকে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশন ভারতীয় জনতা পার্টির একটি অংশ। সেই কারণে বিজেপি বিধায়কের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দিয়েছে। অনেকে বৈধ কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও তাদের নাম ভোটার তালিকায় রাখা হয়নি। আমরা চাই যাদের বৈধ কাগজপত্র আছে তাদের ভোটার তালিকায় নাম থাক আর স্বপন মজুমদারের মতো যারা নবাগত বাংলাদেশী তাদের নাম বাদ দেওয়া হোক।’

বিজেপিতে ভাঙন, তৃণমূলে যোগ খাদ্যমন্ত্রীর হাত ধরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: নির্বাচনের আগেই বিজেপিতে ভাঙন। গেরুয়া কর্মীরা তৃনমুল কংগ্রেসে যোগ দিল রবিবার এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের হাত ধরে। দলত্যাগীদের হাতে ঘাসফুলের পতাকা তুলেদেন খাদ্যমন্ত্রী নিজে। মধ্যমগ্রাম বিধানসভা পশ্চিম কিলকাপুর পঞ্চায়েতর নেতাজি পল্লি অঞ্চলের ২৫ জন বিজেপির দলের কর্মীরা তৃণমূলের পতাকার নিচে আসে। রথীন ঘোষ বলেন, ওই কর্মীরা কাজ করার জন্যই তৃণমূলে এসেছে, ওই দলে থেকে কোনও কাজ তারা করতে পারছিল না তাই তারা দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ওই কর্মীরা জানান। দলবদলের পরেই তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে জয়ধ্বনি দেন তাঁরা।

বিডিওর নাম বিচারাধীনের তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এবার বিডিওর নাম বিচারাধীনের তালিকায়। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেনের নাম নির্বাচন কমিশনের তালিকায় বিচারাধীন। তিনি ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৯৩ নম্বর বুথের ভোটার। ভোটার তালিকার ৩৮৬ নম্বর তাঁর নাম আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি বিচারাধীন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার অন্যতম মক্কেল নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে তপশিল অনুযায়ী স্বত্বাধিকারী শ্রী দীনবন্ধু চৌধুরী, পিতা প্রয়াত মহাদেব চৌধুরী এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা চৌধুরী, স্বামী শ্রী দীনবন্ধু চৌধুরী , উভয়ের নিবাস ২, শহিদ দীনেশ গুপ্ত রোড, যদু কলোনি,পো এবং থানা : বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪ এবং আরও ৪২, প্রমথ চৌধুরী সরণি, থানা : নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩ এর কাছ থেকে সম্পত্তি ক্রয় করতে আগ্রহী।

উল্লিখিত মালিকগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানিয়েছেন যে, সম্পত্তি প্রেমিসেস নং পি-৮৫৫, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পূর্বমালিক ডা. রামগতি ব্যানার্জি, ইউইল-ডা. রামগতি ব্যানার্জি এবং প্রদত্ত প্রবেট তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, জেলা ডেলিগেট জজ, আলিপুর, মাননীয় ৪র্থ সাবোর্ডিনেট জজ আলিপুর কর্তৃক ১৯৮৫ সালের মামলা নং ২০ উক্ত আইন অধীনে মূল দলিল তাদের হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

উক্ত দীনবন্ধু চৌধুরী এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা চৌধুরী যথাযথভাবে নিউ আলিপুর থানায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি এন্ট্রি নং ১৫৮০ তারিখ ২৫.০২.২০২৬ দায়ের করেছেন।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে যথাযথ প্রামাণ্য নথি সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাবি দাখিল করতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি আমার মক্কেল কর্তৃক গ্রাহ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন।

উক্ত সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল সম্পত্তির ৫০ শতাংশ অংশ সমুদয় জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৪ বর্গফুট -মোট জমির পরিমাপ ৩.০৪ কাঠা এবং ৫০ শতাংশ ভাগ অংশ নির্মাণের সমুদয় দোতলা পরিমাপ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া), কার্পেট এরিয়া ৭২৮ বর্গফুট (মোজাইক মেঝে), ৫০ শতাংশ একতলা পরিমাপ আনুমানিক ঢাকা এরিয়া ৪০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ৩৬২ বর্গফুট (মোজাইক মেঝে), অবস্থিত দাক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, ম্যাজেনাইন ফ্লোর গারেজ পরিমাপ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট (সিমেন্টের মেঝে) এবং এক ঢাকা গ্যারাজ ১৩৫ বর্গফুট (সিমেন্টের মেঝে), একতলায় অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪২, প্রমথ চৌধুরী সরণি, থানা : নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১,কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, ডাক ঠিকানা নং ৮৫৫, ব্লক -পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, অ্যাসেসি নং ১১০৮১২৩০০৪৫৩।

প্রসেনজিৎ পাল
অ্যাডভোকেট
ঠিকানা : রাজার চেম্বার্স, ৪, কে এস রায় রোড,রুম নং ১৪,
মেজানাইন ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১
মোবাইল নং ৯৮৩০১৭৯০০৯
ইমেল : ppal.adv@gmail.com

তারিখ : ২৮.০২.২০২৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার এক মক্কেল নিম্নে উল্লিখিত মতে তপশিল অনুযায়ী সম্পত্তির মালিক মেসার্স এমার্ল্ড কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস, লাল বাজার, বাঁকুড়া, পো এবং থানা : বাঁকুড়া, জেলা -বাঁকুড়া, পিন কোড - ৭২২১০১ এর কাছ থেকে কিনতে আগ্রহী।

উক্তনাম্নী মালিক নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানিয়েছে যে,উক্ত সম্পত্তি,প্রেমিসেস নং পি-৮৫৫, নিউ আলিপুর, কলকাতা পূর্ব মালিক ডা. রামগতি ব্যানার্জি, উইল-ডা. রামগতি ব্যানার্জি এবং প্রদত্ত প্রবেট তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ , জেলা ডেলিগেট জজ,আলিপুর, মহামান্য ৪র্থ সাবোর্ডিনেট জজ আলিপুর হিসেবে কর্মরত আইন ৩৯ অধীনে মামলা নং ২০ -১৯৮৫ অনুযায়ী হারিয়ে গিয়েছে। উক্ত মেসার্স এমার্ল্ড কমোট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি নিউ আলিপুর থানায় মাননীয় অ্যাডভোকেট মারফত উল্লেখ্য জি ডি এন্ট্রি নং ১৪৬৩ তারিখ ২৩.০২.২০২৬ দায়ের করেছে।

কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সম্পত্তি বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দাবি পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি আমার মক্কেল কর্তৃক গ্রাহ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট তপশিল অধীন সম্পত্তি বিক্রয় হস্তান্তর সম্পাদিত হবে।

উক্ত সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় তিনতলা পরিমাপ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া), (কার্পেট এরিয়া ৭২৭.২৮ বর্গফুট), (মোজাইক মেঝে), ৩ (তিন) বেড রুম, ১ (এক) হল রুম, ১ (এক) কিচেন, ৩ (তিন) টয়লেট, ২ (দুই) বারান্দা, ১(এক) খোলা ছাদ,অংশ একতলার পরিমাপ আনুমানিক ৩৬৫ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) (কার্পেট এরিয়া ৩৩১.৮২ বর্গফুট) (মোজাইক মেঝে) ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) টয়লেট এবং এক ঢাকা গ্যারাজ স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট একতলায় উক্তভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চাতাল উক্ত বহুতল ভবনের অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪২, প্রমথ চৌধুরী সরণি, এবং আরও ৮৫৫, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর, থানা : নিউ আলিপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৮১, অ্যাসেসি নং ১১০৮১২৩০১৩৬৬, কলকাতা -৭০০০৫৩,জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

প্রসেনজিৎ পাল
অ্যাডভোকেট
ঠিকানা : রাজা চেম্বার্স, ৪,কে এস রায় রোড,রুম নং ১৪
মেজানাইন ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১
মোবাইল নং : ৯৮৩০১৭৯০০৯
ইমেল : ppal.adv@gmail.com

তারিখ : ২৮.০২.২০২৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,আমরা শ্রী দীনবন্ধু চৌধুরী, পিতা প্রয়াত মহাদেব চৌধুরী এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা চৌধুরী, স্বামী শ্রী দীনবন্ধু চৌধুরী, উভয়ের নিবাস ২, শহিদ দীনেশ গুপ্ত রোড, যাদু কলোনি, পো এবং থানা : বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ এবং আরও ঠিকানা ৪২, প্রমথ চৌধুরী সরণি, থানা - নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে শ্রী শৈবাল ব্যানার্জি, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ ব্যানার্জি, নিবাস সিনেমা রোড, নতুনগঞ্জ, পো এবং থানা - কাঁকুড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১০১ বিক্রেতা হিসেবে এবং আমাদের মধ্যে ক্রেতা হিসেবে সম্পাদিত মতে রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্সেস-২, কলকাতা মধ্যে নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০২-২০২৪, পৃষ্ঠা ৬৩৯১৫২ থেকে ৬৩৯২১৬, দলিল নং ১৯০২১০৮৭২ -২০২৪ অনুযায়ী ক্রয় করা হয়।

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমরা কেবল একতলা, মেজানাইন ফ্লোর, গ্যারাজ স্পেস এবং দোতলা পরিমাপ ৪০০ বর্গফুট, ২৭০ বর্গফুট, ১৩৫ বর্গফুট এবং ৮০০ বর্গফুট ক্রয় করিয়াছি উক্ত শ্রী শৈবাল ব্যানার্জি এর কাছ থেকে কিন্তু মূল দলিল উক্ত প্রেমিসেস নং পি-৮৫৫, নিউ আলিপুর সম্পাদিত এলআইসি অব ইন্ডিয়া কর্তৃক, উইল- ডা. রামগতি ব্যানার্জি এবং প্রদত্ত প্রোবেট তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ অনুযায়ী জেলা ডেলিগেট জজ,আলিপুর, মহামান্য ৪র্থ সাবোর্ডিনেট জজ, আলিপুর, আইন ৩৯ অধীন মামলা নং ২০-১৯৮৫ সালের অনুযায়ী হারিয়ে গিয়েছে।

আমরা নিউ আলিপুর থানায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি এন্ট্রি নং ১৫৮০ তারিখ ২৫.০২.২০২৬ দায়ের করেছি।

কোনও ব্যক্তির উক্ত তপশিল অধীন সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ দাবি দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না এবং আমরা বিক্রয় প্রক্রিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্ষেত্রে সম্পাদিত করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করব।

উক্ত সম্পত্তির তপশিল

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমুদয় জমি পরিমাপ ১ কাঠা ৮ ছটাক ১৪ বর্গফুট - মোট জমি পরিমাপ ৩.০৪ কাঠা থেকে এর ৫০ শতাংশ ভাগ অংশ এবং ৫০ শতাংশ নির্মাণ এর সমুদয় দোতলা পরিমাপ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া), কার্পেট এরিয়া ৭২৮ বর্গফুট (মোজাইক মেঝে), ৫০ শতাংশ ভাগ অংশ একতলা পরিমাপ আনুমানিক ঢাকা এরিয়া ৪০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ৩৬২ বর্গফুট (মোজাইক মেঝে), অবস্থিত দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে, মেজানাইন ফ্লোর গ্যারাজের উপর পরিমাপ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট (সিমেন্টের মেঝে) এবং এক ঢাকা গ্যারাজ ১৩৫ বর্গফুট (সিমেন্টের মেঝে) একতলায় অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪২, প্রমথ চৌধুরী সরণি, থানা : নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, ওয়ার্ড নং ৮১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, ডাক ঠিকানা : ৮৫৫, ব্লক পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩,অ্যাসেসি নং ১১০৮১২৩০০৪৫৩।

দীনবন্ধু চৌধুরী
শ্রীমতি কৃষ্ণা চৌধুরী
মোবাইল নং : ৯৪৩৩০১২৫৬৬

২০১৬ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ
প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন)
CIN : U93000WB2014PTC202244
রেজিস্টার্ড অফিস : ১২এ নেতাজি সুভাষ রোড ম্যাজেনাইন ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
(মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নির্দেশিত ২৬ জুন ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন একটি কোম্পানি)

প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড (**“পিসিপিএল” বা “ কর্পোরেট ডেটর”**) সম্প্রতি দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন ২০১৬ সালের (“আইবিসি”) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড সংস্থান অধীনে এবং মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল’ ট্রাইবুনাল , কলকাতা বেঞ্চ, এর তারিখ ২৬ জুন ২০২৩ এর নির্দেশ অধীনে এবং শ্রী রীতেশ আগরওয়াল লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

এতদ্বারা বিক্রয় নোটিশ জারি করা হয়েছে আইবিসি এবং বিধিনিয়ম অধীনে স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে যা ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩১এ অধীনে গঠিত, আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান (“ইওআই”) করা হচ্ছে, ডাক আবেদন ফর্ম এবং পরিশিষ্ট সহ সম্পর্কিত নথি সহ সম্ভাব্য ডাকদাতাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত কর্পোরেট ডেটরের খণ্ড ভিত্তিক বিক্রয় **“যেখানে যেমন আছে”, “যেখানে যা আছে”, “ যে অবস্থায় আছে”, এবং “কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে” https://baanknet.com/** ই-নিলাম তথ্যাদি নথিতে উপলব্ধ মতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে।

ই-নিলাম ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে নিম্নোক্ত মতে সম্পাদিত হবে :

ই-নিলাম দ্বারা কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি,
তারিখ ১৭ মার্চ ২০২৬ বেলা ১২ টা থেকে সন্ধে ৫ টা আইএসটি পর্যন্ত

ক) খণ্ড ভিত্তিতে (ব্লক -১) সিডি এর বিক্রয়

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য(টা.)	ইএমডি পরিমাণ (টা.)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (টা.)
ব্লক -২, হক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড এর আবশ্যিক পরিবর্তনীয় প্রেফারেন্স শেয়ার -অধিকৃত ইউনিট সংখ্যা- ১,৫০,০০০ , বুক মূল্য ১,৫০০ টাকা।	৪৪৩.০৬ লাখ টাকা।	৫ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্যের	১০ লাখ টাকা

খ) খণ্ড ভিত্তিতে (ব্লক -২) সিডি এর বিক্রয়

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য(টা.)	ইএমডি পরিমাণ (টা.)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (টা.)
ব্লক-১ ইক্যুইটি শেয়ার-এক্সিম সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ক্রেডিটস প্রাইভেট লিমিটেড - অধিকৃত শেয়ার সংখ্যা- ১,৬০,০০০, বুক মূল্য ১৬ টাকা	৯৫.৩৪ লাখ টাকা	সংরক্ষিত মূলেওর ৫ শতাংশ	৫ লাখ টাকা

সংশ্লিষ্ট **https://baanknet.com/:** তে সংযুক্ত সম্পদের ব্লক এর ই-নিলাম এর সম্পর্কিত বকেয়া তারিখ

ঘটনার ধরন	সময়সীমা
সম্পর্কিত প্রাক-ডাক উপযুক্ততার নথি এবং আইবিসি এর ধারা ২৯এ অধীন ঘোষণা, আবেদন সহ আগ্রহ প্রকাশক(ইওআই) দাখিল :	০৯.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে
সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণের) নিলাম অধীন সম্পদের অবধারণ এবং সাইট পর্যবেক্ষণ :	১০.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল	১২.০৩.২০২৬ তারিখ মধ্যে
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৭.০৩.২০২৬ (বেলা ১২ টা - সন্ধে ৫ টা আইএসটি পর্যন্ত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

স্বা/-
রীতেশ আগরওয়াল
লিকুইডেটর - প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557
AFA নং AA1/13557/02/300625/107040 বৈধ-৩০-০৬-২০২৬ পর্যন্ত
রেজি. ঠিকানা কাঁকারিয়া এস্টেটস, ৮ম তল, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
রেজি. ইমেল ritesagarwal@gmail.com
বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইমেল : predicateliquidation@gmail.com

তারিখ : ২ মার্চ ২০২৬
স্থান : কলকাতা

ছাত্রছাত্রীদের তৈরি ভেষজ আবির, পরিবেশবান্ধব দোলের নজির

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

‘সবুজ পৃথিবী, সুস্থ ভবিষ্যৎ’, এই স্লোগানকে সামনে রেখে আসন্ন হোলি বা দোল উৎসবকে পরিবেশবান্ধব করে তুলতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল খানাকুলের রামনগর অতুল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি করা হয় ভেষজ আবির ও রং। শুধু তৈরি করাই নয়, সেই আবির স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণও করা হয়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দোল উৎসবে ব্যবহৃত বাজারচলতি রঙে প্রায়শই ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে, যা ত্বক, চোখ এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই বিষাক্ত রাসায়নিক রং বর্জন করে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করার বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ। ছাত্রছাত্রীরা নিমপাতা, গাঁদা ও গোলাপ ফুলের পাপড়ি, বিট, গাজর, পালং শাক-সহ বিভিন্ন ফল ও সবজির নির্যাস থেকে তৈরি করে সম্পূর্ণ ভেষজ আবির। বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক উজ্জ্বল ভড়, বিশ্বজিৎ গণ এবং শিক্ষিকা অর্পিতা রানা ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন। কীভাবে প্রাকৃতিক উপাদান শুকিয়ে, গুঁড়ো করে কিংবা নির্যাস বের করে নিরাপদ রং তৈরি করতে হয়, তা বিস্তারিতভাবে শেখানো হয়। স্কুল প্রাঙ্গণেই একটি ছোট দোকান সাজিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের তৈরি আবির প্রদর্শন ও বিতরণ করে।

এই উদ্যোগে নেতৃত্ব দেয় ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আহান শাসমল এবং নবম শ্রেণির ছাত্র সম্পদ ঘোড়ই। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পুরো কর্মসূচি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, ‘বর্তমান সময়ে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলা থেকেই যদি ছাত্রছাত্রীরা সচেতন হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তারা দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠবে। আমাদের বিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টা শুধুমাত্র একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে নয়, বরং পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রার একটি বার্তা বহন করছে। ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্যোগে আমি গর্বিত।’

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আহান শাসমল জানায়, ‘আমরা চাই দোল উৎসব আনন্দের হোক, কিন্তু কারও ক্ষতির কারণ না হোক। তাই আমরা স্যার ও ম্যাডামের সাহায্যে ভেষজ আবির তৈরি করেছি। নিজেরা বানিয়ে বন্ধুদের দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।’ নবম শ্রেণির ছাত্র সম্পদ ঘোড়ই বলে, ‘রাসায়নিক রং ব্যবহার করলে অনেক সময় ত্বকে অ্যালার্জি হয়। তাই আমরা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে রং তৈরি করেছি। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কাজ করতে চাই।’ বিদ্যালয়ের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ইতিমধ্যেই এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে। পরিবেশবান্ধব দোল উৎসব পালনের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে খানাকুলের এই বিদ্যালয় এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

কাঁকসায় রুটমার্চ

বুটের আওয়াজে ভোট আগমনের সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নির্বাচনের দিন ঘোষণা না-হলেও তার আগেই বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে শনিবার রাতে কাঁকসায় এসে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। আপাতত কাঁকসায় এক কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা এসে পৌঁছন। রবিবার সকাল থেকেই গলসি বিধানসভার অন্তর্গত বিদবিহার এলাকায় রুটমার্চ করে। এদিন কাঁকসা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই কয়েক কিলোমিটার রাস্তা রুটমার্চ করার পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম ও কোথায় কোথায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হবে তা ঘুরে দেখেন জওয়ানরা। পাশাপাশি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন জওয়ানরা। তাদের আশ্বস্ত করা হয় যে নির্বাচনের দিন তারা যাতে নির্ভয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে আসে। পাশাপাশি এদিন বিকেলে কাঁকসা থানা থেকে একটি দল রুটমার্চ করে পানাগড় বাজার হয়ে রেলপাড়-সহ কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে কাঁকসা পঞ্চায়েতের অধীনে বেশ কয়েকটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ঘুরে দেখেন জওয়ানরা। পাড়ার মোড়ে মোড়ে মানুষদের নির্ভয়ে ভোটের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য আশ্বস্ত করেন জওয়ানরা।

রেল পাড়ের বাসিন্দা নিপূর্ব দাস জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি কাজ করে তবে মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে যেতে পারবে। বিগত দিনের ভোটের সময় কাঁকসায় যেভাবে অশান্তি হয়েছিল এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনেকেই ভোট দিতে পারেননি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তার দাবি নির্বাচনের দিন ঘোষণার অনেক আগেই জওয়ানরা রুটমার্চ করছে ঠিকই তবে ভোটের সময় কেন্দ্র বাহিনী যদি নিজের কাজটা ঠিকমতো করে তবে শান্তিপূর্ণ ভাবেই এবার ভোট হবে বলে তার আশা।

ক্রিকেট থেকে বচসা-হাতাহাতি, সামাল দিতে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বচসা থেকে হাতাহাতি। ঘটনা সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। দুর্গাপুরের ৫৪ ফুটের ঘটনা।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুরের ৫৪ ফুটের একটা মাঠে ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে ঝামেলা। তিন দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল একটি ক্লাব। এদিন দ্বিতীয় দিন খেলা চলছিল সেই সময় এক মহিলা স্কুটি নিয়ে রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, রাস্তা জাম থাকায় ঝামেলার সূত্রপাত। তারপরে ওই মহিলা সোজা স্কুটি নিয়ে মাঠে ঢুকে যায়। তাকে ঘিরে বচসা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী কে মারধর কড়া হয় বলে অভিযোগ। কয়েকজন পুলিশ কর্মীকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য । ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে জানান, ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে একটা ঝামেলা হয়েছিল। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, বাকি সব কিছু বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সুজাপুরে এসআইআর পরবর্তী তালিকায় নাম বাদ ৬৮ জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর পরবর্তী তালিকায় নাম বাদ গেল মাত্র ৬৮ জনের। ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ২০৮। জেলার সবথেকে বেশি নাম বাদ গিয়েছে বিজেপির গড় গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রে। বাদের তালিকায় রয়েছে ৫ হাজার ২৬৩ জন । মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৬৩ । ইতিমধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেনের নাম বিচারাধীন থাকায় চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়েছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। মন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির ষড়যন্ত্রে মানুষকে নাজেহাল হতে হয়েছে। আসলে ওদের পায়ের তল থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই এভাবেই নির্বাচন কমিশনকে কব্জা করে প্রকৃত নাগরিকদের নাম বাদ দিয়েই কৌশলগত রাজনীতি করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

এদিকে একইরকম ভাবে মালদার ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে নাম বাদ গিয়েছে ১ হাজার ৪১৫ জনের। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৫৬ জন। সীমান্তবর্তী পুরাতন মালদা কেন্দ্রের নাম বাদ গিয়েছে ৪ হাজার ৫৩ জনের। মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৩৫। সীমান্তবর্তী বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে নাম বাদ গিয়েছে ৮৪৬ জনের । সেখানে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৯৭ জন ।

এদিকে মালদায় বিচারাধীন রয়েছেন ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০ জন ভোটার। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছে ১৮ হাজার ২৮২ জন ভোটার। এই অবস্থায় রবিবার সকাল থেকেই পুরসভা থেকে পঞ্চায়েত বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন সাধারণ মানুষ। তার মধ্যে বেশির ভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। যাদের নাম্বার দিয়েছে এবং যারা বেচারা দিন রয়েছেন সেই সব ভোটারেরা এই পরিস্থিতিতে কি করবেন, কোথায় যাবেন! কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না।

এদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকেই এলাকায় দেখা পাওয়া যাচ্ছে না বিএলও'দের বলে অভিযোগ।

ইংরেজবাজার বিধানসভার বাতিল হওয়া ভোটার সীমা সিং, সিমা পাহাড়ি, বাসন্তী মন্ডলদের অভিযোগ, তারা আর বেঁচে থেকে কি করবেন। আত্মহত্যা তাদের একমাত্র পথ! ইংরেজবাজার বিধানসভার অন্তর্গত ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী যদুপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভোটার তারা। এই পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ভোটার প্রায় ১৪ হাজার। তার মধ্যে বিচারাধীন প্রায় ৫ হাজার ৫০০ জন ভোটার। বাতিল হয়েছে প্রায় ১৫০ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া ভোটার সীমা পাহাড়ি বলেন, হিয়ারিং-এর নোটিস পেয়েছিলেন তিনি এবং তার স্বামী। সেই আতঙ্কে কিছুদিন আগেই তার স্বামীর মৃত্যু হয়। এখন যখন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে দেখছেন তারও নাম নেই। এখন তিনি কি করবেন আত্মহত্যা ছাড়া কোন উপায় নেই।

একই কথা শোনা গেল চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া সীমা সিং এর কন্ঠেও। বেশ কয়েকবার ভোট দিয়েছেন তিনি। ২০০২-এর ভোটার লিস্টে তার পরিবারের সদস্যদের নামও রয়েছে। অথচ এখন দেখছেন তার নাম নেই। কি করবেন! আত্মহত্যা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

অন্যদিকে বিচারাধীন থাকা ভোটার সেলিম মালেক, বাবুল হোসেন, মহম্মদ শাহআলম বলেন, সমস্ত নথি জমা দিয়েছিলেন তারা। তারপরও তাদের নাম বিচারাধীন অবস্থায় রাখা হয়েছে। সামনে ঈদ উৎসব। আতঙ্কে আছেন তারা। এদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর থেকে এলাকায় আসেন নি বিএলও'রা বলে অভিযোগ তুলেছেন তারা।

বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাধারণ সম্পাদক নীলাঞ্জন দাস বলেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে এসআইআর নিয়ে যে অভিযোগ করা হচ্ছিল, তা যে কতটা বিভ্রান্তিকর মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ধর্মমত নির্বিশেষে এসআইআর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কোথাও ভেদাভেদ করা হয়নি। কিন্তু তৃণমূলীরা রাজনীতির স্বার্থে একটি সম্প্রদায়কে উস্কানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল, এখন ওরাই মিথ্যা প্রমাণ হয়েছে।

তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুন্ডু বলেন, কিভাবে মানুষকে হয়রানি করা যায় তা কেন্দ্রের বিজেপির অঙ্গুলিহেলুনে চলা নির্বাচন কমিশনকে দেখে শেখা উচিত। লক্ষাধিক ভোটারকে বিচারাধীন হিসাবে রাখা হলো। যোগ্যদের অনেকেই বাদ পড়ল। এটা কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। এখানে সম্পূর্ণ কেন্দ্রের বিজেপির সরকারের কৌশল রাজনীতি রয়েছে।

ইরানে আটকে এক পরিবারের পাঁচ সদস্য, উৎকণ্ঠায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের দামামা বাজায় ইরানে আটকে পাঁচজন। চোখের জল উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন বৃদ্ধা মা-সহ পরিবারের ১৫ জন সদস্য। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের সাকচুড়া বাগুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঠপাড়া এলাকার। আট বছর আগে দেশ ছেড়ে ইরানে গিয়েছিলেন পড়াশোনা করতে বছর ৩৪ এর আমির হোসেন গাজী, স্ত্রী বছর ২৮ এর উষা পারভীন, দুই পুত্র, এক কন্যা নিয়ে পাঁচজন সদস্য এরা গত আট বছর আগে ইরানে গিয়েছিল। পড়াশোনা করতে তারপর থেকে সেখানেই থেকে যায়। সেখানে একদিকে পড়াশোনা অন্য দিকে শিক্ষকতা সঙ্গে যুক্ত। মধ্য মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের দামামা বাজতেই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে বৃদ্ধা মা যাট উর্ধ্ব বৃদ্ধা ইয়ার বানু বিবি, দাদা সাইন গাজী, ভাই সাবির গাজী। দাদা বউদি ভাই মিলে মোট ১৫ জন সদস্য।আতঙ্ক হতাশা গ্রাস করে তাকিয়ে বসে আছে কবে ছেলে ঘরে ফিরবে। গত ৪৮ ঘণ্টা আগে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল আমিরের বলেছিল খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি অর্থ পেলে দেশে ফিরবে। তারপর থেকে আর তার যোগাযোগ হয়নি , ইতিমধ্যেই ইরান সরকার শনিবার থেকে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে , আজ সকাল বেলায় ইরানের প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ খামিনি নিহত হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে চলছে একের পর এক মিসাইল হামলা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেছে চারটি দেশ। ইতিমধ্যে ভারতীয় দূতাবাস ভারতীয় নাগরিকদের নিজেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষিত থাকার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে এমনকি অবিলম্বে যাতে ইরান ছেড়ে দেশে ফিরে তার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যেই বসিরহাটের গাজী পরিবার দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে কবে ফিরবে? পরিবারের ৫ সদস্য।

কাঁকসায় রাস্তা উদ্বোধন প্রদীপ মজুমদার ও কীর্তি আজাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কাঁকসার গড় জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন শ্যামরূপা মন্দিরের রাস্তা উদ্বোধন করা হল। রাস্তাটি প্রায় এক বছর আগে ৮০ শতাংশ কাজ হলেও কয়েকটি জায়গায় কালভার্ট তৈরির কাছ চলায় রাস্তা উদ্বোধনের কাজে দেরি হয়। শেষমেশ রবিবার বহু বছরের দাবি পূরণ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের শ্যামরূপা মন্দির ও ইছাই ঘোষের দেউল যাওয়ার প্রায় ৯ কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণকাজ শেষ করে। সেই রাস্তার উদ্বোধন হয়। রাস্তা উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে কার্যত উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা অঞ্চলে। রবিবার সকাল থেকেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু হয় স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের। নতুন রাস্তার দু'ধারে সাজসজ্জা, ব্যানার উৎসবের রূপ নেয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বহু মানুষ এই দিনটির সাক্ষী থাকতে আগেভাগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। রাস্তাটি শুধুমাত্র একটি যোগাযোগের পথ নয়,এটি এলাকার মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের ফল, উন্নয়নের প্রতীক।ফিতে কেটে রাস্তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও সাংসদ কীর্তি আজাদ। প্রশাসনিক আধিকারিক, এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল। উদ্বোধনের মুহূর্তে করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে সমগ্র এলাকা।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার তাঁর বক্তব্যে জানান, এই রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা বহুদিনের। বনদপ্তরের জমি হওয়ায় অনুমোদন পেতে সময় লেগেছে, কিন্তু সব দপ্তরের সমন্বয়ে অবশেষে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পেপার ব্রিক দিয়ে নির্মিত এই রাস্তা পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি জানান, ভারী বালির গাড়ি যাতে এই রাস্তা ব্যবহার করে ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সাংসদ কীর্তি আজাদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই রাস্তা শুধু যাতায়াত সহজ করবে না, বরং শ্যামরূপা মন্দিরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে। সাংসদ তহবিলের অর্থ থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি দৃষ্টিনন্দন গেট নির্মাণ করা হবে, যাতে মন্দিরের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর এই ঘোষণায় উপস্থিত মানুষের মধ্যে উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। উল্লেখ্য, এতদিন কাঁচা পথের কারণে বিশেষ করে বর্ষাকালে মন্দিরে পৌঁছনো ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কাদা, যানজট, দুর্ঘটনার আশঙ্কা সব মিলিয়ে পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের চরম সমস্যায় পড়তে হত। দুর্গাপুজো সহ বিশেষ বিশেষ রীতিতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হলেও রাস্তার দুরবস্থার কারণে ভোগান্তি ছিল নিত্যসঙ্গী। নতুন এই পাকা রাস্তা সেই সমস্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান এনে দিল বলেই মত স্থানীয়দের। উদ্বোধন তাই শুধুমাত্র একটি রাস্তার উদ্বোধন নয় এটি উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এলাকার অর্থনীতি, পর্যটন ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনাও বাড়বে বলে আশাবাদী সকলেই। বহু বছরের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাওয়ায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী।

দাম নেই আলুর, ক্ষতির মুখে পূর্বস্থলীর চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শুরু হয়েছে জ্যোতি আলু তোলার কাজ। আর সেই আলুর দাম না থাকায় চিন্তায় পড়েছেন আলু চাষিরা। কালনা মহকুমা জুড়ে একই চিত্র আলুর দাম ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা। তাই চিন্তায় ঘুম উড়েছে আলু চাষিদের। এক বিঘা জমি আলু চাষ করতে আকাশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ। এমনটাই জানান পূর্বস্থলী এলাকার চাষিরা। চাষিদের কথা এত বিপুল টাকা খরচা করে ২২০০ টাকা বস্তা আলুর বীজ কিনে আলু পাতা হয়েছে তার ওপর সারের দামও আকাশ ছোঁয়া তারও ২১-২২০০ টাকা সারের দাম।

এত বিপুল টাকা খরচা করে যদি আলুর দাম না-থাকে তাহলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হবে এমনটাই জানান আলু চাষিরা। ফলনও যে খুব বেশি তাও না বিঘেতে ৮০ থেকে ৮৫ বস্তা আলু হচ্ছে। আর এই আলুর দাম যদি না হয় তাহলে সারা বছর সংসার চালানো কঠিন হয়ে যাবে। তার ওপর মহাজন এর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আলু চাষ করা হয়েছে এই আলুর দাম না-হলে কি করে মহাজনদেরই ঋণের টাকা শোধ করবে এই চিন্তায় মাথায় হাত আলু চাষিদের। তবে আলু চাষীদের অভিযোগের তীর আলু রপ্তানি হচ্ছে না আমদানি তো খুব বেশি নয় তাহলে এত কেন আলুর দাম আমদানি রপ্তানি ঠিক থাকলে আলুর দাম বেশি থাকবে, এমনটাই জানান আলু চাষিরা।

আসলে তৃণমূল ও বিজেপির ব্যাকডোরে আঁতাঁত: সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী হলে অনুষ্ঠিত হল সিপিআইএমের পশ্চিম বর্ধমান জেলার বর্ধিত সাংগঠনিক সভা। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এডিএর এই সভা থেকে শাসক ও বিরোধী দুই দলকেই কটাক্ষ করলেন সেলিম। তিনি বলেন, তৃণমূল ও বিজেপির রয়েছে ব্যাকডোরে আঁতাত।

এদিনের সভায় জেলার বিভিন্ন শাখার নেতৃত্ব ও কর্মীরা যোগ দেন। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন সেলিম এবং দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। এই সভাকে ঘিরে এদিন দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার এলাকায় দলীয় কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এসে অংশ নেন এই গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে।

জামুড়িয়ায় জনসংযোগে প্রাক্তন বিজেপি প্রার্থী ড. বিজন মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: রানিগঞ্জের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং ২০২১ সালের বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে রাঞ্জের বিজেপি প্রার্থী ড. বিজন মুখার্জি, জনসংযোগ করতে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বোগড়া এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি এলাকার প্রতিটি গ্রাম এবং পাড়ায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের কথা শোনেন।

ড. মুখার্জি বলেন যে আজ এই এলাকায় তাঁর জনসংযোগ প্রচারের অংশ হিসেবে তিনি কেবল লিফলেট বিতরণ করেননি, বরং জনগণের কাছে বিজেপির সংকল্পের বার্তাও পৌঁছে দিয়েছেন। ড. মুখার্জি বলেন যে, একজন ডাক্তার হিসেবে তিনি সর্বদা মানুষের আপদে বিপদের রক্ষার সঙ্গী। তিনি বলেন, তিনি সর্বদা মানুষের পাশে থাকতে চান। তবে, সমাজ এবং রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, কেবল ওষুধ লিখে পরিবর্তন সম্ভব নয়। পরিবর্তনের জন্য প্রকৃত আদর্শ এবং দক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন । ডঃ মুখার্জি বলেন যে আজ তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের আশীর্বাদ চেয়েছেন। তিনি বলেন যে তিনি চান কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছক। তিনি বলেন, তিনি নিশ্চিত করতে চান যে সকলেই বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পান, তা সে আয়ুষ্মান ভারত হোক বা স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এর পাশাপাশি, তিনি প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করতে এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য

কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে চান। তিনি এই এলাকার বিজেপি কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানান যারা জনগণের সঙ্গে ঘরে ঘরে গিয়ে মোদীজির বার্তা ছড়িয়ে দিতে তাঁকে সাহায্য করেছেন।

তিনি বলেন, এই লিফলেটটি কেবল একটি কাগজের টুকরো নয়, এটি একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এবং নতুন ভোরের প্রতিশ্রুতিও। তিনি বলেন, কেবল জনগণের আশীর্বাদ এবং সমর্থন দিয়েই তিনি এই অঞ্চলকে রূপান্তরিত করবেন। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী ভারত এবং সোনার বাংলা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রতীক এঁকে কাঁকসায় শুরু কংগ্রেসের ভোটপ্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে নির্বাচন দোরগোড়ায়। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। নির্বাচনের দিন এখনও ঘোষণা ও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ না-হলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পাশাপশি প্রচারের নেমে পড়েছে কংগ্রেস দলও। ২০২৬ এর নির্বাচনে এবার কোনও রকম জোট ছাড়াই একাই লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। তাই রাজ্যে এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রেই প্রার্থী দিচ্ছে কংগ্রেস। তাই ভোটের দিন ঘোষণার আগে থেকেই প্রচারে নেমে পড়লেন কংগ্রেস কর্মীরা।

রবিবার সকাল থেকে কাঁকসার শেখ পাড়ায় দেওয়ালে কংগ্রেসের দলীয় প্রতীক চিহ্ন এঁকে কংগ্রেসের প্রচার শুরু করেন জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী। গলসি বিধানসভার অন্তর্গত কাঁকসা ব্লকে এবার ভালো ফল করবে কংগ্রেস এমনটাই আশা, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তীর। তিনি জানিয়েছেন, আর কিছুদিনের অপেক্ষা তারপরেই তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হবে। যেখানে মূল দাবি থাকবে রাজ্য সরকারের দেওয়া ভাতার বদলে বেকার যুবকদের চাকরি। তাদের প্রধান ইস্যু থাকবে শিল্পায়ন। কংগ্রেসের আমলেই রাজ্যে শিল্পায়ন হয়েছিল। বাম সরকারের শেষের দিকে কিছু কলকারখানা হয় ঠিকই তবে বর্তমানে দুর্গাপুর থেকে হলদিয়া সমস্ত কলকারখানাই আজ বন্ধ। তাই বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি তারা আগে মাথায় রেখেছেন। রবিবার থেকে জেলা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের দলীয় প্রতীক চিহ্ন এঁকে প্রচার শুরু হয়েছে এরপর প্রার্থী ঘোষণা হলে প্রার্থীর নাম দিয়ে দেয়াল লিখনের কাজ হবে।। তার দাবি পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এবার বিধানসভায় নির্বাচনে জিততে না-পারলেও রাজ্যে শাসক ও প্রধান বিরোধী দলকে টক্কর দেবে কংগ্রেস।

এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী,ব্লক সভাপতি পুরব ব্যানার্জি,জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ বিশ্বাস,ব্লকের মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুলতানা বিবি শেখ, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফিরোজ,সহ সভাপতি মহিম শেখ -অন্যান্যরা।

ভোটার লিস্ট পুড়িয়ে প্রতীকী বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবিবার উত্তরপাড়ায় হিন্দমোটরের গোধূলি এলাকায় বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। যাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ভোটার লিস্ট পুড়িয়ে প্রতীকী বিক্ষোভ দেখানো হয়।

স্থানীয় এক ভোটারের অভিযোগ, 'শনিবার ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই দেখি আমি ও আমার মেজদাদার নাম নেই। আমাকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল আমি সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়েছি। এরপরেও কী ভাবে আমার নাম বাদ গেল, বুঝতেই পারছি না।' আরও এক বিক্ষোভকারী নিতাই দাসের অভিযোগ, 'ভোটার লিস্ট সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে। বিজেপি চাইছে ভোটারের নাম বাদ দিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় আসবে। এরা গণতন্ত্র নষ্ট করতে চাইছে।'

এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল বলেন, 'উত্তরপাড়ার কিছু মানুষ ভোটার লিস্টে আগুন লাগিয়ে পোড়াচ্ছে। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় কারা এই কাজটা করাচ্ছে।' ওই বিজেপি নেতাকে পালটা আক্রমণ শ্রীরামপুর সাংগঠনিক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারীর। তিনি বলেন, 'মানুষ ভোটার লিস্ট পুড়িয়ে দিয়েছে। শুধু উত্তরপাড়ায় নয়, সারা বাংলার মানুষ বুঝতে পেরেছে বিজেপি দিনের পর দিন তাঁদের সঙ্গে যা করছে সেটা অন্যায়।' চূড়ান্ত ভোটার লিস্ট প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, হুগলি জেলাতে বিচারাধীনের আওতায় ১,৭১, ৭৭৮ জন। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করেও ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে হুগলিতে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়ার মাখলা প্রয়াসের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরকে ঘিরে এলাকায় সাড়া পড়ে যায়, জানা গিয়েছে মোট ৮২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন মহিলা রক্তদাতা ৩০ জন। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় উত্তরপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা এক নম্বর গভর্মেন্ট কলোনি এলাকায় উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসকরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা এবং প্রয়াসের সদস্যবৃন্দ।

জীর্ণতা কাটিয়ে নবরূপে শিশুসাথী পার্ক

সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর: জীর্ণতা কাটিয়ে নবরূপে 'শিশুসাথী পার্ক', দুর্গাপুরে এডিডিএর নজির।

দীর্ঘদিনের জীর্ণতা কাটিয়ে অবশেষে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করল দুর্গাপুরের ডিয়ার পার্ক। ১৯৭৭ সালে বাম আমলে শুরু হওয়া এই পার্ক মাঝপথে কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। সেই ডিয়ার পার্কই এখন নতুন পরিচয়ে 'শিশুসাথী পার্ক', শহরবাসীর জন্য এক আধুনিক ও আকর্ষণীয় সবুজ বিনোদনকেন্দ্র। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এবং দুর্গাপুরের একটি রড প্রস্তুতকারী সংস্থার সহযোগিতায় পার্কটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। শিশুদের কথা মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। পার্কের ভেতরে বসানো হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ফাউন্টেন, পর্যাপ্ত বসার জায়গা, শিশুদের জন্য দোলনা ও খেলাধুলার উপকরণ। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি দিয়ে গোটা এলাকাকে সবুজে ঘেরা এক মনোরম পরিবেশে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, এডিডিএ-র চেয়ারম্যান কবি দত্ত, জেলাশাসক পুন্নমবলাম এস , মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। একই দিনে এডিডিএ গেস্ট হাউসের সামনে সিঙ্গাপুরের আদলে নির্মিত একটি ফাউন্টেন এবং দুর্গাপুর ডিভিসি রোটারির ফাউন্টেনেরও উদ্বোধন হয় মন্ত্রীর হাত ধরে। পরিত্যক্ত অবকাঠামোকে আধুনিক রূপ দিয়ে জনসাধারণের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে এডিডিএ যে পরিকল্পিত ও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে, 'শিশুসাথী পার্ক' তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। শহরের শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দুর্গাপুরের নগরোন্নয়নের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নাগপুরের বারুদ কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত অন্তত পক্ষে ১৮

মুম্বই, ১ মার্চ: মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একটি বারুদ কারখানায় রবিবার ভয়ানক বিস্ফোরণ হয়। সেই সময় কারখানার ভিতরে অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন। বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যুর খভর পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হঠাৎই জোরালো বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। তার পরই দেখা যায়, বারুদ কারখানা থেকে আগুন এবং ধোঁয়া বার হচ্ছে। গ্রামবাসীরা উদ্ধারকাজে নামেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেকেরই ঝলসে মৃত্যু হয়েছিল।

নাগপুরের এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডণবীস। মৃতদের পরিবারের জন্য দু'লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা। অন্য দিকে, রাজ্য সরকারের তরফে মৃতদের পরিবারের জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ফডনবিশ বলেন, 'নাগপুরের এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগ রাখছি। আহতদের চিকিৎসার জন্য সব রকম ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

স্থানীয় এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণ এতটাই জোরালো ছিল যে, কারখানার ছাদ উড়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল। কোথাও আবার দেহাংশও পড়ে ছিল। আরও এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, দেহগুলি এমন ভাবে ঝলসে গিয়েছে যে, শনাক্ত করাও কঠিন হচ্ছে। বিস্ফোরণের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

পৌঁছয় পুলিশ, দমকল। পরে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও (এনডিআরএফ)। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নাগপুরের পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) হর্ষ পোদ্দার জানিয়েছেন, রবিবার সকাল ৭টা থেকে সওয়া ৭টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, এই সংস্থার ডিটোনেটর প্যাকিং শাখায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের জেরে ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৮ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার দুপুরে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়া জেলার ভেটলাপালেম গ্রামে এক আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়। ওই কারখানায় বাজি তৈরির প্রচুর মশলা, রাসায়নিক পদার্থ ওই কারখানায় মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অন্তত ২০ শ্রমিকের দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে।

ভারতে আটকে পড়া বিদেশিদের সাহায্যের আশ্বাস নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবা। আর তার ফলে বহু বিদেশি নাগরিক আটকে পড়েছেন ভারতে। সফরসূচি পাল্টানো হচ্ছে। বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন অনেকেই। তাঁদের উদ্বিগ্ন না-হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে নয়াদিল্লি।

রবিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক উত্তেজনার কারণে ভারতে থাকা বিদেশি নাগরিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি বা আপাতত তাঁদের ভারতে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সবরকম সহায়তা করতে প্রস্তুত। বিদেশি নাগরিকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন তাঁদের নিকটবর্তী বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন অফিসে (এফপিআরও) যোগাযোগ করেন! সেখানেই মিলবে যাবতীয় সাহায্য।

আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলিতে যাতায়াতের জন্য পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির আকাশসীমাকেই ব্যবহার করতে হয় ভারতকে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণের অন্যতম কেন্দ্র বলা চলে দুবাইকে। ভারত থেকে বিভিন্ন বিমান দুবাই হয়ে আমেরিকা এবং ইউরোপে যায়। আবার অস্ট্রেলিয়া বা সিঙ্গাপুরগামী অনেক বিমানও ভারত থেকে দুবাই হয়ে যাতায়াত করে। ইরানের হামলার পর আপাতত দুবাই বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে দুবাই বিমানবন্দরের একটি টার্মিনাল ভবনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর।

ইরান আগেই নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ ইজরায়েলের আকাশসীমাও। পরে রয়টার্স জানায়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহারিন, ইরাক, কুয়েত এবং কাতারও নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতের এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো-সহ বিভিন্ন দেশের উড়ান সংস্থার পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগোর পাশাপাশি এয়ার ফ্রান্স, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, ইবেরিয়া এক্সপ্রেস, জাপান এয়ারলাইন্স, লুফথহান্সা, এলওটি এয়ারলাইন্স, নরওয়েজিয়ান এয়ারলাইন্স, টার্কিশ এয়ারলাইন্স, ভার্জিন অ্যাটলান্টিক, এয়ার আলজিরি, স্ক্যানডেনেভিয়ান এয়ারলাইন্স, উইজ এয়ার, পেগাসাস এয়ারলাইন্স, আইটিএ এয়ারওয়েজের মতো উড়ান সংস্থাগুলি পশ্চিম এশিয়ার উপর দিয়ে বিমান উড়ান আপাতত বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

খামেনেইয়ের মৃত্যুতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইরানে

তেহরান, ১ মার্চ: সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান ইরান। তেহরানের তরফে খামেনেইয়ের মৃত্যুর খবরে সিলমোহর দেওয়ার পরেই ইরানের বিভিন্ন শহরে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন স্থানীয় মানুষজন। কোম, ইয়াসুজের মতো শহরে ইরানের পতাকা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরোন বহু মানুষ। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, মাথা এবং বুক চাপড়ে কেঁদে শোকপ্রকাশ করছেন তাঁরা। তবে 'আল জাজিরা'-র একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, খামেনেইয়ের মৃত্যুতে সামগ্রিক ভাবে ইরানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। শোকের আবহেই বাসিন্দাদের একাংশ সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মৃত্যুতে স্বস্তিপ্রকাশ করেছেন। যদিও আমেরিকায় বসবাসকারী ইরানের নাগরিকেরা খামেনেইয়ের মৃত্যুতে উচ্ছ্বাসপ্রকাশ করেছেন। আমেরিকায় লস অ্যাঞ্জেলস শহরে সবচেয়ে বেশি ইরানির বাস। সেখানে আমেরিকা এবং ইরানের পতাকা হাতে নিয়ে উৎসবে মাতেন অনেকে। তাঁদের মুখে ছিল 'মেক ইরান, গ্রেট এগেন' স্লোগান। অন্য দিকে, হোয়াইট হাউসের বাইরে এবং নিউ ইয়র্কের টাইম্‌স স্কোয়্যারের বাইরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান বেশ কয়েক জন। গত ডিসেম্বরে খামেনেই প্রশাসনের কঠোর অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন ইরানের বহু মানুষ। পরে সেই বিক্ষোভ পুরোপুরি প্রশাসন-বিরোধী হয়ে ওঠে। খামেনেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে দমনপীড়নের মাধ্যমে বিক্ষোভ থামানোর চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে।

পুঞ্চে ফের ড্রোনের অনুপ্রবেশ রুখল সেনা

শ্রীনগর, ১ মার্চ: নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে রবিবার সকালে জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে ঢুকে পড়েছিল পাকিস্তানের দিকে থেকে আসা একটি ড্রোন। সন্দেহজনক ড্রোনটি নজরে আসতেই তৎপর হয় সেনা। সেটিকে গুলি করে নামানোর চেষ্টা করতেই আবার নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাকিস্তানের দিকে পালিয়ে যায়। এই নিয়ে তিন দিনের মধ্যে দু'বার এ রকম ঘটনা ঘটল বলে সেনা সূত্রে খবর। এর আগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের দিক থেকে একটি ড্রোন ঢুকে পড়েছিল জম্মু-কাশ্মীরে।

সেনা সূত্রে খবর, পুঞ্চের ডিগওয়ার এলাকায় রবিবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে একটি ড্রোনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে নিরাপত্তাবাহিনী। ড্রোনটি কয়েক মিনিট ধরে চক্কর কাটতে থাকে। সেটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় সেনা। গুলি চলা শুরু হতেই ড্রোনটি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের দিকে চলে যায়। সেনা সূত্রে খবর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাদক পাচার করা হয় এই ধরনের ড্রোন ব্যবহার করে। কখনও আবার অস্ত্র পাচারের সময়েও এই ধরনের ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে সেনা। কখনও কখনও আবার নজরদারি চালাতেও এই ড্রোন ব্যবহার করা হয়।

প্রসঙ্গত, এর আগেও বার বার পাকিস্তানের দিক থেকে ড্রোন উড়ে আসতে দেখা গিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলিকে গুলি করে নামানো হয়েছে। এই ঘটনার পর পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুকে বার্তা চিনের

বেজিং, ১ মার্চ: ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর মুখ খুলল চিন। ইরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে সে দেশের বিদেশ মন্ত্রক। অবিলম্বে সংঘর্ষবিরতির আর্জি জানিয়েছে সব পক্ষের কাছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নীতিকে 'নির্লজ্জ আগ্রাসন' বলেছে বেজিং।

চিনের সরকারি সংবাদসংস্থা ইরানের উপর মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার নিন্দা করেছে কড়া ভাষায়। বলা হয়েছে, 'এই হামলা একটি সার্বভৌম জাতির বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আগ্রাসন এবং ক্ষমতা ও আধিপত্যের রাজনীতি।' রাষ্ট্রসংঘের সনদ, আন্তর্জাতিক আইন আমেরিকা লঙ্ঘন করেছে বলেও দাবি বেজিংয়ের।

চিনের বিদেশ মন্ত্রক রবিবারের বিবৃতিতে জানায়, ইরানে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ হামলা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। অবিলম্বে ওই অঞ্চলে শান্তি ফেরানোর জন্য সংঘর্ষবিরতির আহ্বান জানিয়েছে বেজিং। তিন পক্ষকেই সংযত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ইরানের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং ভূখণ্ডের অখণ্ডতাকে শ্রদ্ধা করা উচিত।'

ইজরায়েল এবং ইরান থেকে চিনা নাগরিকদের অবিলম্বে বেরিয়ে আসার পরামর্শও দিয়েছে চিন। ইজরায়েলে অবস্থিত চিনা দূতাবাস জানিয়েছে, টাবা সীমান্ত হয়ে নাগরিকেরা যেন মিশরে চলে যান। নিরাপত্তার কারণেই ইজরায়েলে আর থাকা চলবে না। এ ছাড়া, ইরানে অবস্থিত চিনা নাগরিকদের দূতাবাসের বার্তা, যত দ্রুত সম্ভব ইরান ছাড়তে হবে। বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় সড়কপথে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, তুরস্ক এবং ইরাকের বিকল্প চারটি রাস্তা বলে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে ইরানে হামলা শুরু করেছিল ইজরায়েল। পরে জানা যায়, তাদের সহায়তা করছে আমেরিকাও। যৌথ বাহিনীর প্রথম হামলাতেই খামেনেইয়ের মৃত্যু হয় বলে মনে করা হচ্ছে। তেহরান রবিবার সকালে জানিয়েছে, খামেনেই শনিবার ভোরে নিজের দপ্তরে ছিলেন। সেখানে যৌথ বাহিনীর হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর কন্যা, নাতনি, জামাইও মারা গিয়েছেন এই হামলায়। ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড কঠোর প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

সঞ্জুর 'লাইফ টাইম' ইনিংসে মাতল ইডেন, সেমিতে ভারত

সব্যসাচী বাগচী

'জব তক সুরজ চাঁদ রহেগা, সঞ্জু তেরা নাম রহেগা।' ইডেন গার্ডেন্সের ৬০ হাজারের গ্যালারি ভর্তি ক্রিকেটপ্রেমীর মুখে তখন এই স্লোগান! কারণ এটা যে সঞ্জুর 'ইনিংস অফ অ্যা লাইফ টাইম'।

রাত তখন ১০টা বেজে ৫০ মিনিট। রোমারিও শেফার্ডকে চার মেরে হাঁটু গেড়ে পিচে বসে পড়লেন। এরপর খ্রিস্ট ধর্মের নিয়ম মেনে প্রভু যিশুকে ধন্যবাদ জানালেন সঞ্জু স্যামসন। জানাবেন তো বটেই। তিনি শুধু নায়ক নন। তাঁর ব্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া শুধু চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যায়নি, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নামার আগে বিপক্ষকে যেন একটা স্টেটমেন্টও দিয়ে গেল।

ছবি: অদিতি সাহা

ভারতের ৫ উইকেটে জয়ে সঞ্জু স্যামসনের ৫০ বলে অপরাজিত ৯৭ যেন গৌতম গম্ভীর ও সূর্যকুমার যাদবকে এক নীরব বার্তা দিয়ে গেল। সঞ্জুর ব্যাট যেন বলে দিয়ে গেল, 'তোমরা আমার সঙ্গে কত অন্যায় করেছো। কিন্তু প্রভু আমার সঙ্গে ছিলেন'।

তবে সঞ্জু দলকে শেষ চারে নিয়ে গেলেও, কয়েক জনের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল। ক্যাচ ফস্কানোর পর এবার জঘন্য ব্যাটিং! জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অর্ধ শতরানের পর অভিষেক শর্মাকে নিয়ে হাওয়া গরম করা হয়েছিল। কিন্তু প্রবল চাপের মধ্যে রান চেজ করতে নেমেই, ফের অভিষেকের (১১ বলে ১০) রোগ ধরা পড়ল। তাঁর রান নিয়ে বেশি কিছু লেখার নেই। খারাপ ফিল্ডিং-ক্যাচ মিসের পর, পঞ্জাব তনয়ের জঘন্য ব্যাটিং দেখে তাঁর মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের মন-মেজাজ কেমন আছে, সেটা জানতে বড্ড ইচ্ছা করে। ঈশান কিষান (৬ বলে ১০) শুরুটা ভালোই করেছিলেন। তবে এবার ভাগ্য সহায় হল না। সূর্যকুমার যাদব (১৬ বলে ১৮), অদ্ভুত তাঁর ব্যাটিং। চাপের মুখে এবং নক-আউট স্টেজে তাঁর উইকেট ছুড়ে দেওয়ার পরিসংখ্যান যত সময় যাচ্ছে,বেড়েই চলেছে। অধিনায়ক বিরাট কোহলি হোক কিংবা রোহিত শর্মা, যে মঞ্চই হোক নক আউট পর্ব এলেই সূর্যের ব্যাটিং অস্তে চলে যায়। তবে ভাগ্যিস সঞ্জু স্যামসন ছিলেন। সঙ্গে ব্যাট চালালেন তিলক ভার্মা। সঞ্জুর অর্ধ শতরানের পর সূর্য তখন অস্তে গিয়েছেন। সবাই ভেবে নিয়েছিল, ভারতের হার সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু কোথায় কি! তিলক মুহূর্তের মধ্যে ১৫ বলে ২৭ করলেন। মোমেন্টাম পেয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। সেখান থেকে সঞ্জু ও হার্দিক দাপটের সঙ্গে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিলেন। অবশ্য জসপ্রীত বুমরাহের বাহবাও প্রাপ্য। কারণ বাকি বোলাররা তো এদিন পুরো ফ্লপ।

২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যে দল মহেন্দ্র সিং ধোনির আরও একটা বিশ্বজয়ের স্বপ্নে হানা দিয়েছিল। সেই হারের বদলা এবার সুদে-আসলে তুলে নিল ভারত।

তবে এই জয়ের পরেও কয়েকটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

এক) নক-আউট ম্যাচ এলেই ভারতের ফিল্ডিং কেন চুপসে যায়?

দুই) অভিষেক শর্মার দুই হাতের তালুতে কি ভেসলিন লাগানো আছে?

তিন) ফিল্ডিং কোচ টি-দিলীপের কাজটা কি? ২০ ওভার ধরে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্রী বোলিং ও আরও কদর্য ফিল্ডিংয়ের বহর আর কতদিন চলবে?

চার) সূর্যকুমার যাদব এবার সেমিফাইনালে কি আপনি বড় রান করতে পারবেন?

টুর্নামেন্টের পথে দুবাই বিমানবন্দরে আতঙ্কের রাত পিভি সিন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলার জেরে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলে। সেই অস্থিরতার মধ্যেই দুবাই বিমানবন্দরে আটকে পড়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে আনলেন ভারতের তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিভি সিন্ধু। অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার পথে তিনি দুবাইয়ে নামেন। কিন্তু ইরানে হামলার পর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখানেই আটকে পড়েন সিন্ধু ও তাঁর কোচ।

সমাজমাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে সিন্ধু লেখেন, পরিস্থিতি প্রতি ঘণ্টায় আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। কয়েক ঘণ্টা আগে বিমানবন্দরের যে জায়গায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার কাছেই একটি বিস্ফোরণ ঘটে। সিন্ধুর কথায়, তাঁর কোচ ধোঁয়া ও ধ্বংসাবশেষের একেবারে কাছে ছিলেন। বিপদের আশঙ্কায় তাঁকে দ্রুত দৌড়ে সেই এলাকা ছাড়তে হয়। এই অভিজ্ঞতাকে তিনি 'চরম আতঙ্কের মুহূর্ত' বলে বর্ণনা করেছেন।

যদিও আতঙ্ক পুরোপুরি কাটেনি, তবু বর্তমানে তাঁরা নিরাপদ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন সিন্ধু। তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং দুবাই প্রশাসনকে। তাঁদের তৎপরতায় সিন্ধু, তাঁর কোচ এবং অন্য যাত্রীরা আরও সুরক্ষিত জায়গায় আশ্রয় পেয়েছেন। পাশাপাশি, দুবাইয়ের ভারতীয় হাই কমিশন-এর ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। নিরন্তর সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সিন্ধু লেখেন, আপাতত কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ মিলেছে এবং পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হওয়ার আশায় রয়েছেন।

এই ঘটনার জেরে সিন্ধুর প্রতিযোগিতামূলক সূচিও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়ার কথা অল ইংল্যান্ড ওপেন। ভারত থেকে দুবাই হয়ে ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যামে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু শনিবার দুবাই পৌঁছনোর পরই আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যায়। সমস্ত বিমান বাতিল করা হয়েছে, ফলে কবে তিনি ইংল্যান্ডে পৌঁছতে পারবেন, তা এখনও জানা যায়নি।

এই পরিস্থিতিতে শুধু সিন্ধু নন, সমস্যায় পড়েছেন আরও অনেক ক্রীড়াবিদ। ভারতের বাস্কেটবল দল দোহায় আটকে রয়েছে। বিশ্বকাপের এশীয় যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে ফেরার পথে তারা দেশে ফিরতে পারছে না। একই সঙ্গে সমস্যায় পড়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুশফিকুর রহিম। হজ করতে মক্কা গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার পথে দুবাই হয়ে দেশে ফেরার কথা থাকলেও বিমান বাতিল হওয়ায় এখন জেড্ডায় আটকে রয়েছেন বলে নিজেই সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন।

পশ্চিম এশিয়ার এই অস্থিরতা ক্রীড়াজগতের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীদের জীবনেও বড় অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব।

বিশ্বকাপ ব্যর্থতার দায় নিয়ে কোচের পদ ছাড়তে প্রস্তুত লঙ্কান কিংবদন্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার হিসেবে তিনি শুধু শ্রীলঙ্কার নয়, বিশ্ব ক্রিকেটেরই এক উজ্জ্বল নাম। দেশের ক্রিকেট যখন টালমাটাল অবস্থায়, ঠিক তখনই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে দলকে নতুন করে গড়ার চেষ্টা করেছিলেন সনৎ জয়সূর্য। সীমিত পরিকাঠামো, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি আর ধারাবাহিক ব্যর্থতার মধ্যেও শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলেছিলেন তিনি। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রত্যাশিত সাফল্য না-আসায় এবার দায়িত্ববোধ থেকেই সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন লঙ্কান হেডকোচ।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারের পর জয়সূর্য স্পষ্ট করে দেন, যোগ্য উত্তরসূরি পাওয়া গেলে তিনি কোচের পদ ছাড়তে প্রস্তুত। তাঁর মতে, দলের স্বার্থেই নতুন ভাবনা ও নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন। বিশ্বকাপের শুরুতে কিন্তু অন্য ছবি দেখা গিয়েছিল। আয়োজক দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল গ্রুপ পর্বে দারুণ পারফরম্যান্স করে। টানা তিনটি ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ছিল দল। এমনকি শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকেও হারিয়ে দিয়েছিল তারা, যা লঙ্কান সমর্থকদের নতুন স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে।

কিন্তু গ্রুপ পর্বের সাফল্য সুপার এইটে গিয়ে আর ধরে রাখা যায়নি। সেখানে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ম্যাচের পর ম্যাচে ভুল সিদ্ধান্ত, ব্যাটিং ব্যর্থতা আর বোলিংয়ে ধার না থাকায় দ্রুত ছন্দপতন হয় দলের। শনিবার শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচ রানের ব্যবধানে হারই যেন সবকিছুর ইতি টানে। সেই ম্যাচের পরই কোচ হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন জয়সূর্য।

এশিয়ার মঞ্চে নিজেকে প্রমাণে মরিয়া সুস্মিতা লেপচা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সুনীল ছেত্রীরা। সেই স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছেন ভারতের মহিলা ফুটবল দল। থাইল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ব্লু টাইগ্রেসরা। এবার এখন আরও বড় লক্ষ্য সঙ্গীতা বাসফোর, সুস্মিতা লেপচাদের। অস্ট্রেলিয়ায় আসন্ন মহিলাদের এশিয়ান কাপের মূলপর্বে ভালো পারফরম্যান্স করাই লক্ষ্য ভারতের। তার আগে বঙ্গ তনয়া সুস্মিতা লেপচা জানালেন দলের প্রস্তুতির কথা। সেই সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করলেন নিজের কেরিয়ার নিয়েও। উত্তরবঙ্গের কালিম্পংয়ে একেবারেই মহিলা ফুটবলের চল ছিল না। সেখানেই বড় হয়েছেন সুস্মিতা। তিনি জানালেন, 'মহিলা ফুটবল বলে আমাদের এখানে কিছু ছিল না। আমি আমার ভাইকে দেখে খেলা শুরু করেছি। ভাই ফুটবলার ছিল, সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পাই। ওকে দেখেই আমার খেলার ইচ্ছা জাগে।' ইস্টবেঙ্গলে খেলার আগে কিকস্টার্ট এফসিতে ছিলেন সুস্মিতা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

নার্সরা হলেন সামাজিক পরিবর্তনের রূপকার

চেঞ্জ এজেন্ট

জয়দেব বেরা

নার্সরা হলেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হৃদয় (Heartþ of Health Care)।একজন নার্স রোগীদেরকে কেবল শারীরিকভাবে নয় সামাজিক এবং মানসিকভাবেও স্বাস্থ্যমূলক পরিষেবা প্রদান করেন।তাই তো বলা হয়, একজন নার্সকে রোগীর কেবল শারীরিক সমস্যার সমাধানের সূত্র অনুসন্ধান করলেই হবে না পাশাপাশি রোগীর সামাজিক ও মানসিক সমস্যার সমাধানগুলোকেও অনুসন্ধান করতে হবে।এর জন্য প্রয়োজন রোগীর সাথে ভালোভাবে আচরণ করা, ভালোভাবে হাসিমুখে মিথস্ক্রিয়া করা,কোনোরূপ সাংস্কৃতিক বৈষম্য না করা,ভালোভাবে রোগীদেরকে বোঝানো,স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো প্রদান করা প্রভৃতি।স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন নার্সকে ২৪ ঘন্টা পরিষেবা প্রদান করতে হয়,রোগীর পাশে থাকতে হয়,সর্বপ্রথম যাঁর সাথে রোগীর মিথস্ক্রিয়া হয় তিনি হলেন নার্স;তাই একজন নার্স এর অনেক দায়দায়িত্ব রয়েছে,পাশাপাশি মেনে চলতে হয় পেশাগত নৈতিকতা।

যাই হোক, নার্সরা কেবল রোগীদের সেবাই করেন না, বরং স্বাস্থ্যশিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনতে তচেঞ্জ এজেন্টদ বা 'সামাজিক পরিবর্তনের রূপকার' হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।নার্সরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, যারা গ্রামীণ এবং শহর;উভয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক মানোন্নয়নে অবদান রাখেন।

একজন নার্সকে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে গুণাবলীগুলোকে অর্জন করতে হবে সেগুলো হল

- **দূরদর্শী (Visionary)** — একজন নার্সের অবশ্যই একটি দূরদর্শিতা এবং ইচ্ছা থাকতে হবে যার মাধ্যমে তিনি যাদের সংস্পর্শে আসবেন তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যেন পরিবর্তন আনতে পারেন।
- **শিক্ষক (Educator)** — নার্সদেরকে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে হবে।যে কোনও সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষকের মতো করে বোঝাতে হবে।সামাজিক পরিবর্তন কেন প্রয়োজন এবং এটি তাদের কীভাবে উপকৃত করে তাও বোঝাতে হবে।এইভাবে একজন নার্সকে শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
- **প্রেরণাদাতা (Motivator)** — একজন নার্স এর উচিত মানুষকে তাদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে অনুপ্রাণিত করা, যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।পাশাপাশি সামাজিক ও মানসিকভাবে রোগীদেরকে সমর্থন করতে হবে।
- **সহায়তাকারী (Facilitator)** — একজন নার্স যে কোনও স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত পরিবেশে পরিবর্তন আনার জন্য যোগাযোগ, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং প্রতিক্রিয়া প্রদান করেন। পরিবর্তন আনতে তাঁকে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি সমস্যা সমাধানে এবং যে কোনও বাধা দূরীকরণ করতে সহায়তা করেন। সামাজিক ও স্বাস্থ্যমূলক পরিষেবাগুলোকে রোগীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

- **সমাজকর্মী (Social Workþer)** — একজন নার্সকে স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি সমাজকর্মী হতে হবে। সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ করতে হবে। সমাজের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- **পরামর্শদাতা (Counselor)** — একজন নার্সকে সামাজিক পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে হলে একজন দক্ষ কাউন্সেলরও হতে হবে।যাতে মানুষকে তথা রোগীদেরকে মানসিকভাবে সাপোর্ট করতে পারেন অর্থাৎ রোগীর মানসিক স্বাস্থ্য এর বিকাশ ঘটাতে পারেন।

সামাজিক পরিবর্তনের রূপকার হিসেবে নার্সদের ভূমিকা

১. **স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শিক্ষা** — নার্সরা রোগীদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি, এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা সম্পর্কে শিক্ষিত করেন, যা সমাজ থেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অজ্ঞতা দূর করতে সাহায্য করে।

২. **সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ** — নার্সরা বিবাহবিচ্ছেদ, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং মাদকাসক্তির মতো সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

৩. **নারীর ক্ষমতায়ন** — নার্সিং পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং নারীর সক্ষমতার একটি শক্তিশালী বার্তা সমাজে পৌঁছে দেয়।এতে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে।

৪. **স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস ও অ্যাডভোকেসি** — নার্সরা রোগীদের অধিকার রক্ষায় (Advocacy) কাজ করেন, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য নীতি ও সমাজসেবায় অবদান রাখেন।

৫. **স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের এজেন্ট** — নার্সরা আধুনিক নার্সিং জ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন এবং উন্নত ধারা প্রবর্তন করেন।পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিস্তার করেন। HIV থেকে শুরু করে হেপাটাইটিস, থ্যালাসেমিয়া, পিরিয়ড সম্পর্কিত সচেতনতা প্রভৃতি সহ বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলেন। যাইহোক, নার্সদেরকে অনেক সামাজিক-মানসিক ও স্বাস্থ্যগত দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই তো নার্সদেরকে বলা হয় স্বাস্থ্যের আকাশের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। এইভাবে একজন নার্স কেবল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নয় শিক্ষা, মানসিক এবং সামাজিকক্ষেত্রেও পরিবর্তন এর জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

প্রস্রাবের সমস্যায় সবুজ বনস্পতি

ডাঃ শামসুল হক

মানব দেহের অতি সহায়ক এবং পরিচিত একটা বর্জ্য পদার্থকেই অভিহিত করা হয়ে থাকে প্রস্বাব নামে। আমাদের শরীরের একজোড়া কিডনির কাজ ই হল দেহের মধ্যে মিশ্রিত অবস্থায় থাকা বর্জ্য পদার্থ সমূহকে ফিল্টারের মাধ্যমে প্রস্রাবের আকারে শরীর থেকে বাইরে বের করে দেওয়া। আবার আমাদের দেহের মধ্যে মিলেমিশে থাকা নানান ধরণের রাসায়নিক পদার্থ যেমন সমূহ , যেমন ক্যালসিয়াম , ফসফরাস , সোডিয়াম , পটাসিয়াম ইত্যাদির মাত্রাগত পরিমাণ ঠিকভাবে রক্ষিত হয় এই কিডনির মাধ্যমেই। শুধু তাই নয় , রক্তের অম্লতা বজায় রাখা , রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা এবং মানব দেহে রক্তের লোহিত কণিকা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্রের আছে বিশাল ভূমিকা।

আমাদের প্রস্রাব তৈরি হয় কিডনিতেই। তারপর মূত্রনালীর মাধ্যমে তা প্রবাহিত হয় মূত্রাশয়ের দিকে। সেখানেই সঞ্চিত থাকে সেটা। এই নালী হল সাধারণ একটা নল যার মাধ্যমে পুরুষ এবং মহিলাদের দেহ মধ্যস্থ প্রস্রাব অতি নির্বিঘ্নেই নির্গত হতে পারে।

নানান সময়ে একজন মানুষকে ভুগতে হতে পারে হরেক রকমের প্রস্বাবের রোগেও। তবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হ ওয়া ব্যাধির নামটি হল মূত্রনালীর সংক্রমণ অর্থাৎ uþrinary tþractþ infec-tþion. এটা হল একটা ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রমণ এবং সেটা যদি আক্রান্ত হয় মূত্রনালীর নিম্নাংশে, তখন তাকে সিষ্টাইটিস নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আর উপরের দিকে হলে বলা হয় তাহলে বলা হয় পায়েলোনেফ্রাইটিস।

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি দেখা দেয় এই প্রস্তাবঘটিত সমস্যা। হতে পারে সিষ্টাইটিস বা ইউরোথ্রাইটিসের মতো রোগও। তাঁদের মূত্রতন্ত্রের সমস্যা বেশি দেখা দেওয়ার কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞদের মতামত হল, তাঁদের ইউরেথ্রা আকারে ছোট হ ওয়ার জন্যই দেখা দেয় নানান ধরণের সমস্যা। আর সেই কারণেই বাইরের ভ্রাম্যমান ইনফেকশন অতি সহজেই প্রবেশ করার সুযোগ পায় তাঁদের শরীরে এবং দেখা দেয় অনেক বিপত্তিও।

মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে অন্য আর ও অনেক সমস্যাও। তাঁদের গর্ভ ধারণের সময় অথবা সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় তাঁদের গর্ভাশয় এবং মূত্রথলির অবস্থান সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। আসতে পারে পেলভিক ফ্লোবের ও কিছু বাধা। ফলে সেইসময় বা তারপর প্রস্বাবের স্বাভাবিক বেগ ধরে রাখার ক্ষেত্রে কিছু বাধা আসতে পারে।

সারাদিনে যে পরিমাণ জল আমাদের পান করা উচিত সেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে কিছুটা মেনে চলা হলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় বেশ কিছুটা অনীহা ভাবও। আর তার ই ফলস্বরূপ দেখা যায় হরেক রকমের সমস্যাও। প্রস্রাবের সমস্যা দেখা দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা সেটাকে অন্যতম একটা কারণ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। অত এব পর্যাপ্ত জল পানের ব্যাপারে তাঁদের অতি অবশ্যই যত্নবান হওয়া উচিত।

প্রস্বাবের সমস্যা, সেটা পুরুষ অথবা মহিলা, যাদের মধ্যেই দেখা যাক না কেন, সেটা কিন্তু অনেকটাই এড়িয়ে চলা সম্ভব সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও চালচলনে মাধ্যমেই। সমীক্ষায় জানা গেছে, নিরামিষাশীদের মধ্যে এই ধরণের সমস্যা দেখা যায় একটু কম ই। তাঁদের ক্ষেত্রে মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ যেমন কম হয়। ঠিক তেমনই বিভিন্ন ধরণের ব্যাকটেরিয়ার বাড়বাড়ন্তের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় বিশাল প্রতিবন্ধকতার।

অন্য দিকে আমিষ জাতীয় খাবার, বিশেষ করে রেডমিট এবং পুকুরের বড় আকারের মাছের খেলে প্রস্বাবকে অম্লীয় ভাবাপন্ন করে তোলে এবং সেইসঙ্গে বাড়িয়ে তোলে সংক্রমণের সম্ভাবনাও। আবার বেশি মসলাযুক্ত খাবার, অতিরিক্ত কফি পান, সোডা মিশ্রিত খাবার, মদ, গাঁজা ইত্যাদিতে দেখা যায় একই সমস্যা। সুতরাং বর্জন করা উচিত তাও।

পরিবর্তে যদি ডাল জাতীয় শস্যদানা, বাদাম, বিভিন্ন ধরণের সামুদ্রিক মাছ , টকদই ইত্যাদি খাওয়া হয় তাহলে ভালো ফল মিলবেই মিলবে।

নেওয়া যেতে পারে সবুজ গাছ গাছালির বিভিন্ন অংশের সহায়তাও। তাদের নেই যেমন কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, তেমনই প্রস্বাবের ছোট বড় সব ধরণের সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে অতি সহজেই। শুধু চিনে নিতে হবে সঠিক গাছ এবং তাদের মহা মূল্যবান অংশ।

গ্রামগঞ্জের প্রায় সর্বত্রই দেখা মেলে পাথরকুচি গাছের। মূত্রনালীর যেকোনো সংক্রমণের ক্ষেত্রে পাথরকুচির পাতা ভীষণ উপকারী। আর সেজন্য দুতিনটে পাতাই যথেষ্ট। চিবিয়ে খেলে অতি সহজেই দ্রবীভূত হতে পারে কিডনির পাথর। মূত্র রোধ রোগের উপযোগী সেই গাছের পাতা।

প্রস্বাবের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে উপযোগী তালমাখনার বীজ ও। অনেকটা তিল বীজের মতো দেখতে সেই বীজ ভিজিয়ে রেখে চটচটে আঠার মতো হয়ে থাকে। সেটা নিয়মিতভাবে খেলে প্রস্বাবের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব অতি সহজেই।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের অভিজ্ঞতার অবমূল্যায়ন ও উচ্চতর ডিগ্রির ফাঁদে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি গত ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় অ্যালাইড হেলথকেয়ার প্রফেশন ভারতে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিল গঠনের জন্য (NCAHP) যে নির্দেশনা প্রকাশ করেছে তাতে চিকিৎসাপ্রযুক্তি বা মেডিক্যাল টেকনোলজি জগতের এক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী বিষয়কে সামনে আনছে যা দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। প্রকাশিত এই নির্দেশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যে স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডগুলোর সভাপতি ও সদস্য হতে গেলে বাধ্যতামূলকভাবে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সহ সর্বাধিক ১৫ বছর অথবা নূন্যতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতাকে মানদণ্ড করা হয়েছে এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের কাছে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তবে বাস্তবের রুক্ষ জমিতে দাঁড়িয়ে এই নিয়মটি কেবল অযৌক্তিক নয়, বরং বহু অভিজ্ঞ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সুপরিকল্পিতভাবে নীতিনির্ধারণী স্তর থেকে দূরে রাখার একটি কৌশল সুস্পষ্ট হচ্ছে। দশকের পর দশক ধরে এই পেশাদাররা ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবার মেরুদণ্ড হয়ে কাজ করলেও, তাঁদের প্রাপ্য সম্মান আজও জোটেনি। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, নার্সিং পেশার সমতুল্য বা অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি প্রযুক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা সত্ত্বেও মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের আজও 'টেকনিশিয়ান' তকমা দিয়ে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। এমনকি প্রশাসনিক স্তরেও তাঁদের নিজস্ব সত্তাকে মর্যাদা না দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে নার্সিং পরিসরের অধীনে ক্ষমতাসীন করে রাখা হয়, যা তাঁদের পেশাগত নিজস্বতাকে পুরোদমে খর্ব করে। যেখানে কর্মক্ষেত্রে নূন্যতম মর্যাদা এবং সঠিক বেতন কাঠামো নিশ্চিত করা যায়নি, সেখানে হঠাৎ করে উচ্চতর ডিগ্রির দোহাই দিয়ে নেতৃত্ব নির্বাচনের মাপকাঠি তৈরি করা এক প্রকার প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়।

পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলোর দিকে তাকালে এই নির্দেশিত নিয়মের অসারতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে রেডিও ডায়াগনস্টিক বা ডায়ালাইসিসের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দীর্ঘকাল ধরে শুধুমাত্র ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে। ফলে, এই ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করা অভিজ্ঞ কর্মীদের সিংহভাগই NCAHP নির্দেশিত শিক্ষাগত যোগ্যতাভিত্তিক উচ্চতর ডিগ্রিহীন হলেও স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি থেকে প্রাপ্ত আড়াই বছরের ডিপ্লোমা ভিত্তিক ডিগ্রিতে হাতে-কলমে কাজে বিশ্বমানের পারদর্শী। পরিসংখ্যান ভিত্তিক হিসেবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি, পারফিউশন বা ক্রিটিক্যাল কেয়ারের মতো বিষয়ে চার বছরের স্নাতক স্তর চালু হয়েছে ২০০৭ সাল নাগাদ। শুরুর দিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অনেকে সরে দাঁড়ালেও ২০০৮ এবং ২০০৯ সাল থেকে পঠনপাঠন কিছুটা স্থিরতা পায়। সেই হিসেবে ২০১২ সালে প্রথম ব্যাচের স্নাতকরা বেরিয়ে এলেও আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে তাঁদের ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। একইসাথে নূন্যতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে তারা স্বভাবতই শিক্ষা পরিসরে কাজ করবে, কিন্তু হাসপাতাল কেন্দ্রিক প্র্যাকটিকাল ভিত্তিক কর্ম পরিসরে শুধুই পুঁথিগত জ্ঞান

যথার্থ নয়। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে কমিশনের প্রস্তাবিত ১৫ বা ৭ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্নাতকোত্তর সভাপতি সহ বাকি পদগুলোতে পশ্চিমবঙ্গ বা সমগোত্রীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে কীভাবে পূরণ হবে, তা সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায় ঘেরা। এরফলে কি যোগ্য নেতৃত্ব না পেয়ে এই রাজ্যগুলোর মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিলগুলো দিশাহীন হয়ে পড়বে, নাকি অন্য কোনও তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে সেখানে বসিয়ে এই পেশার মানুষদের কণ্ঠরোধ করা হবে?

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগভিত্তিক। একজন ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্টের স্লাইড দেখার চোখ বা একজন ওটি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, পারফিউশন টেকনোলজিস্টের সংকটকালীন মুহূর্তে ব্যবহারিক দক্ষতার প্রয়োগ কোনও পাঠ্যবই বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দিয়ে রাতারাতি তৈরি করা যায় না। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করে একজন শিক্ষার্থী যখন এই পেশায় আসেন, তখন তিনি কেবল একটি কাগজের সনদ নয়, বরং সমাজ ও সরকারের কাছ থেকে সম্মান ও স্বচ্ছলতা আশা করেন। অথচ বাস্তবের চিত্রটি হলো, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পদোন্নতি বা নীতিনির্ধারণে অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাউন্সিল গঠনের নিয়মে শুধুই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিকে যেভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তা বহু বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ পেশাদারকে; যাঁরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রেশন বোর্ডের মেরুদণ্ড হতে পারতেন; অযোগ্য ঘোষণা করে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে। এই পদ্ধতি অনুসৃত হলে নীতিনির্ধারণী বোর্ডগুলো কেবল কিছু ডিগ্রিধারী তাত্ত্বিক ব্যক্তির আখড়ায় পরিণত হবে, যাঁরা গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের এসি ঘর ছেড়ে কখনও ল্যাবরেটরি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার বা অপারেশন থিয়েটারের মত সামগ্রিক প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাস্তব লড়াই দেখেননি।

যদিও NCAHP রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য দফতরের কাছ থেকে আরও মতামত চেয়ে পাঠিয়েছে সেক্ষেত্রে রাজ্যগুলির বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার- যেখানে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি ৭ বছরের বেশি গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা ভিত্তিতে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভাগভিত্তিক সিনিয়র মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানো এবং কাউন্সিল গঠনের নির্দেশকে কার্যকরী করা। বস্তুতঃ এই পশ্চিমবঙ্গেই মেডিক্যাল টেকনোলজি পড়ার ক্ষেত্রে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ বাধ্যতামূলক করে স্নাতক ও ডিপ্লোমাতে যথাযথ পরিকাঠামোতে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ডিগ্রি প্রদান করা হয়, যা সারা দেশে নজির কারণ এমনকি কেন্দ্রীয় নিয়োগেও এতটা কড়াকড়ি বা নির্দিষ্টতা সর্বক্ষেত্রে নেই।

বাস্তবিক ভিত্তিতে যদি রাজ্যের পরিস্থিতি বিবেচনা না করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অস্বীকার করে কেবল উচ্চতর ডিগ্রির ওপর ভিত্তি করে এই স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডগুলো গঠন করা হয়, তবে তা এই পেশার মানুষের প্রতি চরম অবিচার হবে। অভিজ্ঞতাই যেখানে এই পেশার মূলধন, সেখানে অভিজ্ঞদের দূরে সরিয়ে রাখা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক গুণমানকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। সরকার ও কমিশনের উচিত অবিলম্বে এই নির্দেশনা পুনর্বিবেচনা করা এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বাস্তব পরিসংখ্যান মাথায় রেখে যোগ্যতার মানদণ্ড পুনঃনির্ধারণ করা, যাতে সত্যিকারের কর্মদক্ষ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে।।